# দি ইলিয়াড

হোমার

অনুবাদ করেছেন

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ১৯৫৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মার্চ, ১৯৫৭
তৃতীয় মুদ্রণ
মে, ১৯৬০
ছেপেছেন
মন্মথকুমার বসু
এভিনিউ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
১৬, সুরেন ঠাকুর রোড,
কলকাতা-১৯
প্রচ্ছদ ও ছবি
শৈল চক্রবর্তী
১.০০
ইলিয়াড অডিসি একত্রে—২.০০

আমাদের দেশে যেমন 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' দু'খানি মহাকাব্য, গ্রীস দেশে তেমনি 'ইলিয়াড' আর 'অডিসি' দু'খানি মহাকাব্য। প্রাচীন গ্রীস দেশের এক মস্ত কবি হোমার এই মহাকাব্য দু'খানি রচনা করে গেছেন। শোনা যায় হোমার অন্ধ ছিলেন। তিনি 'লায়ার' (বীণার মত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ) বাজিয়ে দেশে দেশে এই দুই মহাকাব্য গান করে বেড়াতেন। এদেশের রামায়ণ-মহাভারতের মত হোমারের এই মহাকাব্যদুটিও হাজার হাজার বছর ধরে ইয়োরোপের নানা দেশে প্রেরণা জুগিয়েছে। কত কবি, লেখক, নাট্যকার এর থেকে উপাদান নিয়ে গল্প, কবিতা, নাটক রচনা করেছেন। কত শিল্পী তাঁর চিত্র আর ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু আর অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছেন এর থেকে। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এই দুই মহাকাব্য চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

গ্রীকদের সঙ্গে ট্রোজানদের মহাযুদ্ধের কাহিনী হচ্ছে 'ইলিয়াড'। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিমে ট্রয় নামে একটি রাজ্য ছিল। এই ট্রয়ের অধিবাসীদের বলা হত ট্রোজান। ট্রয়ের অপর নাম ছিল ইলিয়াম। সেই ইলিয়াম থেকেই কাব্যের নাম দেওয়া হয়েছে ইলিয়াড। দীর্ঘ দশ বছর ধরে নাকি এই ট্রয়-যুদ্ধ হয়েছিল। ইলিয়াড কাব্যে প্রধানত যুদ্ধের শেষ বছরের ঘটনাবলীরই বর্ণনা করা হয়েছে।

ইলিয়াডের গল্প পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাতেও যে হয় নি এমন নয়, কিন্তু তার সবগুলি এখন পাওয়া যায় না। ঠিক ছোটদের উপযোগী একখানি ইলিয়াডের অভাব আমরা অনেক দিন থেকেই অনুভব করছিলাম, কারণ এর আখ্যানবস্তু ছোটদের কাছেই বেশি লোভনীয়। আশা করি এ বই সে-অভাব খানিকটা পূর্ণ করবে। ছোটদের জন্য লেখা হয়েছে বলেই বইখানিকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে, কিন্তু তাতে গল্পের রসহানি হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

# যাঁদের কথা এ বইতে আছে

## দেব-দেবী

জিউস····দেবতাদের রাজা
থেটিস····অ্যাকিলিসের মা
পসিডন ···জলদেবতা
মার্স····যুদ্ধের দেবতা
অ্যাথিনি····জ্ঞান ও যুদ্ধের দেবী
অ্যাপোলো····সূর্যদেব
হেফিস্টাস····দেবতাদের কারিগর
হীরা····দেবতাদের রানী
অ্যাফ্রোডাইটি····ভালোবাসার ও সৌন্দর্যের দেবী

## গ্রীক

অডিসিউস ··ইথাকার রাজা
চ্যালকাস ···গ্রীকদের গণক
টিউসার····শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ
ডায়োমেডিস····আর্গসের রাজকুমার
নেস্টর····প্রবীণতম বিজ্ঞ যোদ্ধা
পেট্রোক্লাস····অ্যাকিলিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু
ফিনিক্স····অ্যাকিলিসের শিক্ষক
মেনেলাস····স্পার্টার রাজা
ম্যাকাওন····গ্রীকদের চিকিৎসক
অ্যাকিলিস····গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ বীর
অ্যাগামেমনন····গ্রীক সম্রাট
অ্যাজাক্স····বিরাটকায় যোদ্ধা
অ্যান্টিলোকাস····নেস্টরের পুত্র
হেলেন····মেনেলাসের পত্নী

## ট্রোজান

ক্রাইসেস····অ্যাপোলোর পুরোহিত
ক্রাইসাইস····ক্রাইসেসের কন্যা
ডোলন ···ট্রোজান গুপ্তচর
পলিডেমাস····সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি
প্যাণ্ডারাস····শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ
প্যারিস····প্রায়ামের পুত্র
প্রায়াম····ট্রয়ের বৃদ্ধ রাজা
ঈনিয়াস····অ্যাফ্রোডাইটির পুত্র
অ্যাণ্ড্রোম্যাকি····হেক্টরের পত্নী
অ্যাস্টায়নাক্স····হেক্টরের শিশুপুত্র
সার্পিডন····লিসিয়ার সেনাপতি
হেক্টর····ট্রোজানদের শ্রেষ্ঠ বীর
হেকিউবা····ট্রয়ের রানী, হেক্টর ও প্যারিসের মা

# এক

ট্রয় নগরের অনতিদূরে আইডা পর্বত, আর সেই পর্বতের সারা অঙ্গ ঢেকে রেখেছে ঘন অরণ্য। এত ঘন যে তার সব জায়গায় সূর্যের আলো ভাল করে ঢুকতে পায় না, দিনের বেলাই মনে হয় বুঝি বা সন্ধ্যা হয়ে এল।

এই পাহাড়েরই এক কোণে বসে সেদিন রাজকুমার প্যারিস তাঁর পিতা ট্রয়-রাজ প্রায়ামের মেষ পাহারা দিচ্ছিলেন।

আধ-অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে,—প্যারিসের সেদিকে খেয়াল নেই। সূর্য কখন ডুবে গেছে, ঘরে-ফিরে-আসা পাখির ডাক একটানা ঝিঁঝির আওয়াজকেও ছাপিয়ে উঠেছে, প্যারিসের ভ্রূক্ষেপ নেই।

আইডা পর্বতের বুকে ধীরে ধীরে রাতের ছায়া নেমে এল, প্যারিস তখনও তেমনি ভাবে বসে। অদূরে মেষের পাল ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরও যেন ঘরে ফিরবার গরজ নেই।

হঠাৎ সমস্ত বনভূমি আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। চকিতে প্যারিসের চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। বনের মধ্যে হঠাৎ এত আলো আসছে কোথা থেকে!

দু'হাতে ভাল করে চোখ কচলে নিয়ে প্যারিস এবারে সামনে তাকালেন, তারপর অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর সম্মুখে, মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তিনটি দেবীমূর্তি—হীরা, অ্যাথিনি আর অ্যাফ্রোডাইটি,—দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বলে যাঁদের নাম।

প্যারিসের চমক ভাঙল যখন দেবী হীরা হাসিমুখে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। তেমনি হাসিমুখে হীরা বললেন, 'প্যারিস, তুমি

হচ্ছ পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, তাই একটা বিচারের জন্য আমরা তোমারই কাছে এসেছি। আমাদের এই তিনজনের মধ্যে যাকে তুমি সবচেয়ে সুন্দরী মনে কর তাকে এই আপেলটি দাও। এই বলে হীরা একটি সোনার আপেল নিয়ে প্যারিসের হাতে গুঁজে দিলেন। একটু থেমে হীরা আবার বললেন, শোন প্যারিস, আমি হীরা—দেবরাজ জিউসের পত্নী। সমস্ত দেবীদের রানী আমি। আমাকে যদি তুমি এই আপেলটি দাও তাহলে আমার বরে তুমি অসীম ক্ষমতা লাভ করতে পারবে। বিরাট এক রাজ্যের রাজা হবে তুমি ; যশ, ধন, সম্মান কিছুরই অভাব থাকবে না তোমার !

এই কথা বলে হীরা চুপ করলেন। তখন দেবী অ্যাথিনি বললেন, আর, আমাকে যদি তুমি আপেলটি দাও, আমি দেব তোমাকে জ্ঞান। আমার বরে তুমি দেবতাদের মতই জ্ঞানী হতে পারবে। আমি হব তোমার সম্পদে-বিপদে বন্ধু। আমার প্রসাদে দুনিয়ায় কিছুই তোমার অসাধ্য থাকবে না।

সবশেষে অ্যাফ্রোডাইটি মুখ খুললেন। মৃদু হেসে দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, শুধু ক্ষমতা আর জ্ঞান পেয়ে তোমার কী লাভ হবে প্যারিস ? আমি দেব তোমাকে আনন্দ। আমি হচ্ছি ভালবাসার দেবতা। আমায় যদি তুমি আপেলটি দাও তাহলে আমার বরে সেই ভালবাসা তোমার আয়ত্ত হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দেব।

অ্যাফ্রোডাইটির কথা শেষ হতে প্যারিস একটু ইতস্তত করলেন। তারপর তিন জনের দিকেই একবার চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে আপেলটি নিয়ে অ্যাফ্রোডাইটির হাতে তুলে দিলেন।

কিন্তু এর ফল যে কী বিষময় হতে পারে প্যারিস তা ভেবে দেখেন নি। হীরা আর অ্যাথিনি প্যারিসের ওপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেলেন। এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, যে ভাবেই হোক এ অপমানের শোধ তাঁরা নেবেনই। শুধু প্যারিসকেই নয়, সমস্ত ট্রয়বাসীকে

তাদের রাজপুত্রের কৃতকর্মের ফল ভুগতে হবে। অন্যান্য দেবতাদের কাছে গিয়ে তাঁরা সব কথা খুলে বললেন, আর তাঁদের সাহায্য চাইলেন।

এদিকে অ্যাফ্রোডাইটিও তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ভুললেন না। একদিন প্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে এলেন সমুদ্র পেরিয়ে সুদূর গ্রীস দেশে। সেই গ্রীস দেশে স্পার্টা নগর, সেখানকার রাজার নাম মেনেলাস। প্যারিস হলেন এই রাজার অতিথি। অমন সুন্দর, সুপুরুষ চেহারার রাজ-অতিথিকে মেনেলাসও খুব খাতির-যত্ন করে আশ্রয় দিলেন।

বড় সুখেই মেনেলাসের দিন কাটছিল। তাঁর স্ত্রী হেলেন ছিলেন অপরূপ রূপসী, পৃথিবীর সেরা সুন্দরী। ছোট্ট একটি মেয়েও হয়েছিল তাঁদের— হারমিওন তার নাম।

হেলেনের সঙ্গে প্যারিসের আলাপ হল। দু'জনেরই রূপের খ্যাতি জগৎ-জোড়া, কাজেই দু'জনেই দু'জনকে দেখে মুগ্ধ হবেন এতে বিচিত্র কী! তার ওপর এই সময় অ্যাফ্রোডাইটি এসে তাঁদের ওপর তাঁর জাদুর প্রভাব বিস্তার করলেন।

ফল হল এই—হেলেন তাঁর স্বামী, কন্যা, মান-সম্মান সমস্ত ভুলে গেলেন। সব কিছুর ওপর হল প্যারিসের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ। তারপর প্যারিস যখন তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করলেন তখন আর তিনি আপত্তি করলেন না। শেষে একদিন সকলের অগোচরে চুপি-চুপি গিয়ে প্যারিসের সঙ্গে জাহাজে উঠলেন আর পালিয়ে এলেন সুদূর ট্রয় রাজ্যে।

এদিকে মেনেলাস যখন টের পেলেন যে প্যারিস,—যাঁকে তিনি এতদিন পরম বিশ্বাসে রাজ-অতিথির সম্মান দিয়ে বাড়িতে রেখেছিলেন, সেই প্যারিস তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে চুরি করে পালিয়েছেন, তখন তাঁর মনের অবস্থা বুঝতেই পার। মেনেলাসের দাদা অ্যাগামেমনন ছিলেন সমস্ত গ্রীকদের সম্রাট। মেনেলাস গিয়ে তাঁর কাছে সব কথা খুলে

বললেন। কী, এত বড় কথা! এ তো শুধু একা মেনেলাসের নয়, সমস্ত গ্রীক জাতির অপমান! এর প্রতিশোধ ভাল করেই নিতে হবে। অ্যাগামেমনন সমস্ত গ্রীক জাতিকে আহ্বান করলেন।

দেখতে দেখতে গ্রীসের সমস্ত অঞ্চল থেকে কাতারে কাতারে গ্রীক বীর এসে যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। সহস্রাধিক রণতরী প্রস্তুত হয়ে জলে ভাসল। এক লক্ষ গ্রীক সৈন্য সেই জাহাজে চড়ে রওনা হল সমুদ্রের অপর পারে ট্রয় রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে।

## দুই

ট্রয় নগরের চারদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, তারই বাইরে এসে গ্রীক সৈন্যরা শিবিরে ফেলল। তারপর দিনের পর দিন সহর অবরোধ করে রাখল। ফলে সহর থেকে কারো বাইরে বেরোবার আর উপায় রইল না।

ট্রয়ের লোকদের বলা হত ট্রোজান। তারাও যুদ্ধবিদ্যায় নেহাত কম যায় না! গ্রীকদের সঙ্গে সমানে তারা লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। কোনদিন ট্রোজানরা যুদ্ধে জেতে, আবার কোনদিন জেতে গ্রীকরা। কোন নিষ্পত্তি আর হয় না। এইভাবে দেখতে-দেখতে পুরো ন'টি বছর কেটে গেল। হার-জিত কিছুই হল না।

ট্রয়ের অনতিদূরে ক্রাইসি। একদিন গ্রীক সৈন্যেরা এই ক্রাইসি সহর আক্রমণ করল। প্রচুর ধনরত্ন লুটপাট করে একদল লোককে বন্দী করে নিয়ে এল তারা। এই বন্দীদের মধ্যে ক্রাইসির পুরোহিত-কন্যা পরমাসুন্দরী ক্রাইসাইসও ছিল একজন।

লুন্ঠিত দ্রব্য ভাগ করা হল। গ্রীক-সম্রাট অ্যাগামেমনন তাঁর ভাগে ক্রাইসাইসকে বেছে নিলেন—ক্রীতদাসী হিসাবে।

এদিকে ক্রাইসাইসের বাবা, বৃদ্ধ পুরোহিত ক্রাইসেস যখন জানতে পারলেন যে তাঁর পরম আদরের কন্যাকে গ্রীকেরা ধরে নিয়ে গেছে তখন তিনি পাগলের মত হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন অ্যাপোলো দেবের পূজারী। সেই দেবতার সোনার দণ্ড আর মালা নিয়ে তিনি ছুটলেন গ্রীক শিবিরে। সঙ্গে নিলেন মণিমাণিক্য উপঢৌকন।

গ্রীক শিবিরে গিয়ে বৃদ্ধ কেঁদে পড়লেন। অনুনয়-বিনয় করে বললেন, এই সব মণিমাণিক্য নিয়ে আমার মেয়েকে আপনারা ছেড়ে দিন। স্বয়ং অ্যাপোলো আপনাদের মঙ্গল করবেন।

এত মণিমাণিক্য সাধারণ সৈন্যেরা কখনও চোখেও দেখে নি; এর বদলে ক্রাইসাইসকে মুক্তি দিতে তাদের কোনই আপত্তি ছিল না, —খুশি হয়েই তারা ক্রাইসাইসকে ছেড়ে দিতে রাজি হল। কিন্তু বাধা দিলেন অ্যাগামেমনন নিজে।

গ্রীকদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, এ তোমাদের অসম্ভব কথা। লুঠের জিনিস আগেই ভাগ হয়ে গেছে, ক্রাইসাইস আমার ভাগে এসেছে। এ নিয়ে এখন আর কারও কথা বলবার অধিকার নেই। আমি কিছুতেই ওকে ছেড়ে দেব না,—আমার ক্রীতদাসী হয়েই ও চিরদিন কাটাবে।

পুরোহিত তখন অ্যাগামেমননের কাছে এসে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। বললেন, সম্রাট, আপনি বৃদ্ধকে দয়া করুন। আমি আবার বলছি, আমার দেবতা অ্যাপোলোর প্রসাদে আপনার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

কিন্তু অ্যাগামেমনন যেন ক্ষেপে উঠলেন, ধমকে বললেন, বেরিয়ে যা এখান থেকে, বুড়ো! আবার যদি তোকে গ্রীক শিবিরের ত্রিসীমানায় কখনও দেখতে পাই তাহলে কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না— তোর দেবতা নিজে এলেও না! বেরো এখুনি!

অশ্রুসজল চোখে বৃদ্ধ পুরোহিত গ্রীক শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন।

ধীরে ধীরে, কোন রকমে পা দুটোকে টানতে টানতে ক্রাইসেস চলে এলেন সমুদ্রের ধারে। বড়-বড় ঢেউগুলি যেখানে সোনালি বালির ওপর ভেঙে পড়ছিল তারই পাশে তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তারপর হাতজোড় করে একমনে তাঁর আরাধ্য দেবতা অ্যাপোলোকে ডাকতে লাগলেন।

—হে আমার পরমারাধ্য দেবতা, ক্রাইসেস অ্যাপোলোকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, যদি আমি কখনও কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করে থাকি, তোমার জন্য বিরাট মন্দির গড়ে সেখানে তোমার যা কিছু প্রিয় তাই দিয়ে ভোগ দিয়ে থাকি, তবে, হে দেব, আজ আমার প্রতি সদয় হও। এ অপমান আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার হয়ে তুমি এর প্রতিশোধ নাও!

নির্জন সমুদ্রতীরে সেই করুণ প্রার্থনা বাতাসের গায়ে যেন ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। তারপর সেই বাতাসে ভর করে তা গিয়ে পৌঁছল দূর অলিম্পাস পর্বতে, যেখানে দেবতারা বাস করেন। ভক্তের এই আহ্বানে অ্যাপোলো দেব বিচলিত না হয়ে থাকতে পারলেন না, রাগে তাঁর সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

তীব্র বেগে অ্যাপোলো তখনই নেমে এলেন পৃথিবীতে, তারপর গ্রীক শিবির থেকে কিছু দূরে, সমুদ্রের ধারে বসে তাঁর রুপালি ধনুকে টঙ্কার দিলেন।

অতঃপর শুরু হল তাঁর বাণ-বৃষ্টি। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে পড়তে লাগল। একটির পর একটি, সমুদ্রের ঢেউয়েরই মত অসংখ্য। একটির পর একটি গ্রীক সৈন্য ধরাশায়ী হতে লাগল। আচমকা আক্রান্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল তারা। তুমুল আর্তনাদে সমস্ত গ্রীক-শিবির কেঁপে উঠল। মুহূর্তে যেন সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

কিন্তু দেবতার ক্রোধ তবুও থামল না। ন' দিন ধরে ক্রমাগত চলল এইরকম ব্যাপার। স্তূপীকৃত গ্রীক সৈন্যের মৃতদেহে সমুদ্রতীর

ভরে উঠল। তাদের চিতার আগুনে আর ধোঁয়ায় আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলতে পারে? দশম দিনে অ্যাকিলিস নামে একজন গ্রীক বীর অন্যান্য গ্রীকদের ডেকে একটা মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করলেন। এই অ্যাকিলিস ছিলেন গ্রীকদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী বীর এবং সবচেয়ে বড় যোদ্ধা। তাঁর বাবা মানুষ হলেও মা ছিলেন একজন দেবী।

—অ্যাপোলো দেব হঠাৎ আমাদের ওপর এত বিরূপ হলেন কেন? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এক দৈবজ্ঞেরা যদি বলতে পারেন। নইলে এভাবে বসে থাকলে তো সমস্ত গ্রীক বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! অ্যাকিলিস সভায় দাঁড়িয়ে উঠে বললেন।

সভার মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। অ্যাকিলিসের কথায় প্রায় সকলেই দেখা গেল একমত। তখন গ্রীকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ভাল দৈবজ্ঞ সেই প্রবীণ চ্যালকাস ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

—অ্যাপোলো দেবের রাগের কারণ আমি জানি। আর গ্রীক সম্রাট অ্যাগামেমননই এর জন্য দায়ী। ক্রাইসি নগর লুঠ করে আমরা যেসব ধনরত্ন নিয়ে এসেছি তার মধ্যে ক্রাইসাইস নামে যে পরমা সুন্দরী মেয়েটি, তার বাবা ক্রাইসেস হচ্ছেন এই অ্যাপোলো দেবের মন্দিরের পুরোহিত। অ্যাগামেমনন তাঁকে অপমান করার ফলেই অ্যাপোলো দেব আমাদের ওপর চটেছেন।

সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করল—কী করতে হবে আমাদের? বলুন, বলুন।

—আর কিছু না, ক্রাইসাইসকে তার বাপের কাছে ফেরত দিয়ে আসতে হবে। সেজন্য কোন মুক্তিপণ নেওয়া চলবে না, আর অ্যাপোলো দেবের রাগ শান্ত করবার জন্য তাঁর মন্দিরে অন্তত একশো পশুবলি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বলে চ্যালকাস ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করলেন।

তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতে গ্রীক সম্রাট অ্যাগামেমনন উঠে দাঁড়ালেন। ক্রোধে, ক্ষোভে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, চ্যালকাস, তোমার মত অপয়া দৈবজ্ঞ আমাদের মধ্যে আর একটিও নেই। আজ পর্যন্ত এমন একদিনও দেখলাম না যেদিন তোমার মুখ থেকে কোন শুভ সংবাদ শুনেছি। ক্রাইসাইসকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য তোমাদের চেষ্টার অবধি নেই। কিন্তু কেন, কেন? এত জনের মধ্যে একমাত্র আমার উপরেই সকলের এত দৃষ্টি কেন? সকলে যে-যার বখরা নিয়ে দিব্যি ফুর্তিতে থাকবে আর আমার বেলাই হবে উল্টো ফল! গ্রীকদের কল্যাণের জন্য, আমি সম্রাট, আমি বিনা মুক্তিপণেই ক্রাইসাইসকে তার বাপের কাছে ফিরিয়ে দেব, কিন্তু তার বদলে গ্রীকরা আমাকে কী দেবে? অমনি-অমনি আমি আমার সম্পত্তি হাতছাড়া করতে যাব কেন?

—কিন্তু আমাদের হাতে তো এখন কিছু নেই! লুঠের ধন ইতিপূর্বেই ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে।—অ্যাকিলিস জবাব দিলেন। বরঞ্চ এর পরে যখন আমরা আবার কোন সহর দখল করব তখন সবচেয়ে ভাল জিনিসটা আপনার জন্য রেখে দেওয়া হবে।

কিন্তু অ্যাগামেমনন ভুলবার পাত্র নন; তেমনি ক্ষিপ্ত ভাবে তিনি বলে চললেন, তোমার মতলব আমার বুঝতে বাকি নেই অ্যাকিলিস! মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে তোমরা কাজ হাসিল করতে চাও। কিন্তু আমিও বলে রাখছি, আমি এত সহজে ছাড়ব না। তোমরা খুশি হয়ে না দাও, আমি নিজেই আমার পছন্দমত জিনিস জোর করে আদায় করে নেব—তা সে তোমারই হোক আর অডিসিউসএরই হোক, বা আর কারোই হোক।

অ্যাকিলিস আর সহ্য করতে পারলেন না, তিনিও পাল্টা জবাব দিলেন, আপনার মত নির্লজ্জ লোক আমি দেখি নি। আপনারই জন্য আর আপনার ভাইয়ের জন্য আমরা ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে

এই সুদূর ট্রয় রাজ্যে এসেছি, আর আপনি কিনা উল্টে আমাদেরই সম্পত্তির ওপর ভাগ বসাতে চাইছেন! এ রকম নীচ ছোটলোকের হয়ে আমি যুদ্ধ করি না। আমি আজই দেশে ফিরে যাব।

—বেশ তো, যাও না চলে! আমার ভারি বয়ে গেল! তোমার মত ঢের-ঢের যোদ্ধা আমাদের মধ্যে রয়েছে। তোমার চোখ-রাঙানিকে আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। কিন্তু এও আমি বলে রাখছি তোমায়, আমি অ্যাগামেমনন, সমস্ত গ্রীকদের সম্রাট, সে কথা ভুলে যেও না। আমার ক্ষমতা কতখানি তা তুমি দেখতে পাবে। আমি নিজে গিয়ে তোমারই শিবির থেকে তোমার ব্রাইসিসকে ধরে নিয়ে আসব—তোমার ক্রীতদাসীদের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দরী।

অ্যাকিলিস রাগে অন্ধ হয়ে ঝনাৎ করে কোষ থেকে তরোয়াল টেনে বার করলেন। অ্যাগামেমননকে হয়ত তিনি মেরেই ফেলতেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দেবী অ্যাথিনি এসে আড়াল থেকে তাঁর হাত চেপে ধরলেন।

অ্যাকিলিস ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, পাশে অ্যাথিনি দাঁড়িয়ে। তাঁর রাগ তখনও পড়ে নি; ঝাঁঝালো স্বরে তিনি অ্যাথিনিকে বললেন, আপনি! আপনি কেন এসে আমায় বাধা দিচ্ছেন? অ্যাগামেমননকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব! আপনি সরে দাঁড়ান।

অ্যাথিনি কিন্তু সরে দাঁড়ালেন না; তেমনি অ্যাকিলিসের পথ আগলে বললেন, ছিঃ অ্যাকিলিস, তুমি কি পাগল হয়েছ! রাগের মাথায় একটা কিছু করে বস না: তাতে শুধু শত্রুদের সুবিধে হবে; তোমার বীরত্বের পুরস্কার তুমি পরে নিশ্চয়ই পাবে। এখন শান্ত হও।

দেবী অ্যাথিনির কথা ঠেলতে পারলেন না অ্যাকিলিস। আধখানা-বার-করা তলোয়ার আবার তাঁকে খাপের মধ্যে পুরতে হল। কিন্তু অ্যাগামেমননকে আর তিনি রাজা বলে সম্মান করবেন না। বললেন, তোমার বরাতের জোরে আজ তুমি বেঁচে গেলে। নিজে তো কোনদিন বীরের মত যুদ্ধ কর নি, যুদ্ধে জিতে ধনরত্ন পাবার মত

যোগ্যতাও তোমার নেই। কাজেই পরের লুঠে-আনা জিনিসের ওপর ভাগ বসাতে তোমার লজ্জা করে না। গ্রীকরাও সব ভীরু, কাপুরুষ ; নইলে এ তারা কখনই সহ্য করত না।

একটু চুপ করে অ্যাকিলিস আবার বললেন, কিন্তু এই আমি বলে যাচ্ছি, একদিন যখন গ্রীকরা দলে দলে ট্রোজান বীর হেক্টরের হাতে মারা পড়বে—তাদের মৃতদেহ সমুদ্রের ধারে স্তূপাকার হয়ে জমতে থাকবে, তখন তোমার আমার কথা মনে পড়বে। আজকের দিনের কথা ভেবে অনুতাপে সেদিন তুমি জ্বলে-পুড়ে মরবে।

পাশে অ্যাগামেমনন তখনও রাগে ফুলছেন। গ্রীকদের মধ্যে নেস্টর ছিলেন বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ, একশো বছরের ওপর তাঁর বয়স। তিনি এগিয়ে এসে দু'জনের মধ্যে একটা মিটমাট করিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না।

অ্যাকিলিস তখনও বলে চলেছেন, ব্রাইসিসকে নিয়ে যেতে চাও, বেশ, নিয়ে যাও। গ্রীকরা তাকে আমায় দিয়েছিল, গ্রীকরাই আবার তাকে ফেরত নিক। কিন্তু ব্রাইসিস ছাড়া আমার অন্য কোন জিনিসে যদি তুমি হাত দাও তাহলে তোমাকে আমার হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হল। তারপর ক্রাইসাইসকে একটা বড় জাহাজে তুলে দেওয়া হল, আর সেই সঙ্গে দেওয়া হল অ্যাপোলো দেবের মন্দিরে বলি দেবার জন্য একশো হৃষ্টপুষ্ট পশু। সঙ্গে চললেন অডিসিউস ও আরও কয়েকজন বড় বড় গ্রীক যোদ্ধা। তাঁরা ক্রাইসাইসকে তার বাপের কাছে নিরাপদে পৌঁছে দেবেন, আর দেবেন অ্যাপোলোর মন্দিরে যথাযোগ্য পূজা।

যথা সময়ে অ্যাগামেমননের অনুচরেরা অ্যাকিলিসের শিবিরে প্রবেশ করল। অ্যাকিলিস গম্ভীর ভাবে একধারে বসে ছিলেন, অনুচরদের সঙ্কোচ দেখে বললেন, তোমরা ব্রাইসিসকে নিয়ে যেতে

এসেছ ? বেশ, নিয়ে যাও। তোমাদের দোষ কী ? দোষ হচ্ছে তে মাদের রাজা অ্যাগামেমননের, যে তোমাদের পাঠিয়েছে।

যেন অনিচ্ছায় সঙ্গেই তারা ব্রাইসিসকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। যাবার সময় অ্যাকিলিস তাদের আবার ডেকে বললেন, শোন, তোমরাও সাক্ষী রইলে। এর পর যখন বিপদে পড়ে অ্যাগামেমনন আমার জন্য হা-হুতাশ করবে তখন আমার কাছ থেকে কোন সাহায্যই সে পাবে না, এ কথা তাকে মনে করিয়ে দিও।

অনুচরেরা ব্রাইসিসকে নিয়ে চলে গেল। তখন অ্যাকিলিস ধীরে ধীরে সমুদ্রের বেলাভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। মস্ত বড় বীর তিনি, কিন্তু এ অপমানে তাঁর চোখ ছাপিয়ে জল এল। সেইখানে সমুদ্রতীরে হাঁটু গেড়ে তিনি তাঁর মাকে স্মরণ করলেন। অ্যাকিলিসের মা হচ্ছেন সমুদ্ররাজের কন্যা দেবী থেটিস।

সহসা নীল সমুদ্রের ভিতর থেকে কুয়াসার মত কি একটা ভেসে উঠল। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক দেবীমূর্তি। ইনিই থেটিস—ছেলের বেদনা-কাতর কণ্ঠস্বরে স্থির থাকতে পারেন নি।

—কেন কাঁদছ বাবা অ্যাকিলিস ? বীর তুমি, সমস্ত গ্রীকরা তোমাকে এত মান্য করে ; আজ এমন কী ঘটল যাতে তোমার চোখেও জল ?—ছেলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে থেটিস জিজ্ঞাসা করলেন।

অ্যাকিলিস সজল নয়নে তাঁর মাকে সব কথা খুলে বললেন।

ছেলের দুঃখ-কাহিনী শুনে থেটিসেরও চোখে জল এল। সামলে নিয়ে তিনি বললেন, তুমি দুঃখ কর না বাবা! এর শোধ আমি নেব। তারপর সময় হলে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব।

থেটিস চলে গেলেন। পরদিন ভোরবেলা সমুদ্রের ভিতর থেকে আবার একটা কুয়াসার মত কি ভেসে উঠল, তারপর হাওয়ায় ভর করে ভেসে চলল দূর অলিম্পাস পর্বতের দিকে।

অলিম্পাস পর্বত হচ্ছে দেবতাদের বাসভূমি। দেবরাজ জিউস সেখানে রাজত্ব করেন। থেটিস সটান এসে সেই জিউসের কাছে

হাজির হলেন; বললেন, দেবরাজ, আমার অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিন। আপনি সর্বজ্ঞ। অ্যাগামেমনন আমার ছেলেকে যে অসম্মান করছে তার প্রতিকার চাই আপনার কাছে। যতদিন না অ্যাকিলিস গ্রীকদের হয়ে আবার তলোয়ার ধরে ততদিন আপনি যুদ্ধে ট্রোজানদের জিতিয়ে দিন। দাম্ভিক অ্যাগামেমনন যেন বুঝতে পারে কাকে সে অপমান করেছে।

জিউস সস্নেহে থেটিসের দিকে চেয়ে নীরবে ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ থেটিসের প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

## তিন

দেখতে দেখতে রাত্রি গভীর হল। দেবতা, মানুষ যে যেখানে ছিল সবাই ঘুমে ঢুলে পড়ল। শুধু ঘুম নেই একজনের চোখে। তিনি হচ্ছেন দেবরাজ জিউস। কী করে অ্যাকিলিসকে সান্ত্বনা দেবেন সে চিন্তায় তিনি বিভোর।

হঠাৎ তাঁর মাথায় এক মতলব এল। অ্যাগামেমননকে স্বপ্ন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করলে কেমন হয়!

জিউস তখন স্বপ্ন-দেবতাকে ডেকে বললেন, তুমি এক কাজ কর, এখনই চলে যাও ঘুমন্ত অ্যাগামেমননের শিবিরে। তাকে স্বপ্নে আমার সংবাদ জানিয়ে বল, আর দেরি না করে এইবার যেন সে সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ট্রয় আক্রমণ করে। এইবার সে ট্রয় দখল করতে পারবে।

জিউসের আদেশ পেয়ে স্বপ্ন-দেবতা তখনই চলে এলেন অ্যাগামেমননের শিবিরে। সেখানে গিয়ে প্রথমে তিনি বৃদ্ধ নেস্টরের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন; তারপর অ্যাগামেমননকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে

জিউসের সমস্ত উপদেশ শোনালেন। তারপর আবার নিজের বেশ ধরে অলিম্পাস পর্বতে ফিরে এলেন।

অ্যাগামেমননের ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নের রেশ তখনও তাঁর কানে বাজছে।

আর দেরি না করে অ্যাগামেমনন তাঁর রাজবেশ পরে নিলেন, হাতে নিলেন রাজদণ্ড। তারপর ভোর হতে-না-হতেই রওনা হলেন অন্যান্য গ্রীক যোদ্ধাদের শিবিরের দিকে।

আবার মন্ত্রণা-সভা বসল। নেতৃস্থানীয় গ্রীক যোদ্ধারা এসে তাতে যোগ দিলেন।

অ্যাগামেমনন স্বপ্নের কাহিনী বলে গেলেন, তারপর বললেন, অতএব আর আমাদের দেরি করা উচিত নয়। তোমরা সবাই নিজ-নিজ সৈন্যদের তৈরি হতে বল। এখনই আমরা ট্রয় আক্রমণ করব। প্রভু জিউসের কৃপায় এবার আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

দেখতে-দেখতে সমস্ত গ্রীক শিবিরে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। অগণিত গ্রীক সৈন্য জলস্রোতের মত ছুটে চলল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হবার জন্য। তাদের চিৎকারে সমুদ্রতীর থেকে-থেকে কেঁপে উঠতে লাগল।

অ্যাগামেমনন ভাবলেন, এই সময় তাঁর সৈন্যদের একটু পরীক্ষা করে দেখবেন। হঠাৎ তিনি তাদের ডেকে বললেন, সৈন্যরা! তোমরা কি আরও এখানে থাকতে চাও? গ্রীস থেকে রওনা হবার সময়ে দেবরাজ জিউস আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, আমরাই নাকি যুদ্ধে জিতব। কিন্তু পুরো ন'টি বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল, দীর্ঘ দিন আমরা ট্রয় অবরোধ করে রাখলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত জয়লাভের কোন লক্ষণই আমরা দেখছি না। উপরন্তু আমাদের জাহাজগুলো প্রায় ভগ্নদশায় এসে হাজির হয়েছে। দেশে আমাদের স্ত্রীপুত্র এই ন'বছর আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে। আর কতদিন আমরা এ ভাবে অপেক্ষা করব! আমি বলি কি, চল, এবার আমরা দেশে

ফিরে যাই। জাহাজ তো তৈরিই আছে। ট্রয় দখল করার কোন সম্ভাবনাই নেই আমাদের।

অ্যাগামেমননের কথা শেষ হতে-না-হতে আর-এক নতুন দৃশ্য দেখা গেল। যে সব গ্রীকরা নেতাদের মন্ত্রণা-সভার কথা জানত না তারা অ্যাগামেমননের কথা সত্যি বলেই মেনে নিলে। কোথায় গেল তাদের যুদ্ধ-স্পৃহা! যেমন জলস্রোতের মত তারা অস্ত্রসজ্জা করার জন্য ছুটেছিল, তেমনি জলস্রোতের মতই তারা মহানন্দে ছুটল জাহাজের দিকে।

আর-একটু হলেই অ্যাগামেমননের পরীক্ষায় হয়ত ঠিক বিপরীত ফলই ফলত, কেননা, দেশে ফিরবার জন্য গ্রীক সৈন্যেরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে তাদের বোঝানোই বোধহয় দায় হত। ব্যাপার দেখে হীরা ছুটে এলেন দেবী অ্যাথিনির কাছে। বললেন, অ্যাথিনি, তুমি শিগগির এর একটা ব্যবস্থা কর, গ্রীকদের ফেরাও। ওরা যদি সত্যি-সত্যি চলে যায় তবে তো হেলেন এখানেই রয়ে যাবে, প্যারিসও তার উপযুক্ত সাজা পাবে না। আমরা মুখ দেখাব কী করে?

অ্যাথিনিও কম বিচলিত হন নি। তিনি আর দেরি না করে সেই মুহূর্তে অলিম্পাস পর্বত থেকে নেমে এলেন গ্রীক জাহাজগুলির পাশে।

জাহাজের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অডিসিউস। তিনি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। অ্যাগামেমননের কথার কোন মানেই বুঝতে পারছেন না তিনি।

হঠাৎ অডিসিউসের কানের কাছে ফিস্-ফিস্ করে কে বলল, অডিসিউস, তোমরা কি শেষে সত্যি-সত্যি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছ! যে হেলেনের জন্য হাজার হাজার গ্রীক বীর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তাকে শেষ পর্যন্ত ট্রোজানদের হাতেই ফেলে রেখে চলে যাবে? অডিসিউস, তোমার মত সাহসী বীরও কি এ অপমান—এ লজ্জা মাথা পেতে নেবে?

অডিসিউসের মনে হল তাঁর অন্তরের কথাই কে যেন জোরে জোরে তাঁর কাছে বললে। মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, পাশে দাঁড়িয়ে দেবী অ্যাথিনি।

—কী করব আমি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না যে!

—ভাববার কিছু নেই অডিসিউস। গ্রীকদের ফেরাও। জাহাজ এখনও ছাড়ে নি, এখনও চেষ্টা করলে গ্রীক সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা যাবে।

অডিসিউস আর দ্বিধা করলেন না, তখনই ছুটে চলে গেলেন অ্যাগামেমননের কাছে। তাঁর কাছ থেকে রাজদণ্ড চেয়ে আবার চললেন গ্রীক সৈন্যদের দিকে।

গ্রীক সৈন্যদের সম্বোধন করে অনেক কিছু বলে গেলেন তিনি। ভীরু, কাপুরুষ বলে তাদের উত্তেজিত করতেও ছাড়লেন না। অ্যাগামেমনন যে শুধু তাদের পরীক্ষা করছিলেন এটুকুও তারা বুঝতে পারে নি! এতই বোকা গ্রীকরা!

অডিসিউসের বক্তৃতায় কাজ হল। বিশেষত তাঁর হাতে অ্যাগামেমননের রাজদণ্ড দেখে তারা আর তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারল না। আবার চীৎকার করতে করতে সদলবলে তারা নেমে এল জাহাজ থেকে।

গ্রীকদের মধ্যে থারসাইটিস নামে একটি লোক ছিল। যেমন কুৎসিত তার চেহারা, তেমনি বিশ্রী তার স্বভাব। সে একটু গোলমাল করছিল, কিন্তু অডিসিউস তাঁর হাতের দণ্ড দিয়ে তার পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিতেই সে চুপ করল। সবাই হেসে উঠল; কেউ থারসাইটিসকে পছন্দ করত না।

গ্রীকদের ফিরে আসতে দেখে অ্যাগামেমননও খুব খুশি। সৈন্যদের পরীক্ষা করতে গিয়ে আর-একটু হলেই কী অঘটনই না জানি ঘটত! তিনি সৈন্যদের ডেকে বললেন, তোমরা ফিরে আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আর দেরি নয়, তোমরা যত তাড়াতাড়ি

পার যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে নাও। বর্শায় শান দাও, ঢালগুলো মেজে ফেল। ঘোড়াগুলিকে ভাল করে খাইয়ে নাও। আমি যেন খানিক বাদে দেখতে পাই সবাই তৈরি হয়েছ। মনে রেখ, কেউ যদি পালাবার চেষ্টা করে তবে তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়ান হবে!

অ্যাগামেমননের কথা শেষ হতে গ্রীকরা আবার জয়ধ্বনি করে উঠল।

তারপর তাড়াতাড়ি করে তারা সমস্ত আয়োজন শেষ করল। নিজেরা খেয়ে নিল, ঘোড়াদের খাওয়াল, এমনকি দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য সমুদ্রের ধারে কতগুলো পশু বলি দিতেও ত্রুটি করল না। দেবরাজ জিউসকে ডেকে প্রার্থনা জানাল—হে দেবরাজ জিউস, ঝঞ্ঝা ও মেঘের দেবতা, আমাদের সহায় হও তুমি। সূর্য অস্ত যাবার আগে আমরা যেন ট্রয় নগর ধূলিসাৎ করে দিতে পারি।

জিউস অন্তরীক্ষে বসে শুধু একটু হাসলেন।

তারপর প্রবল বন্যার মত গ্রীক বাহিনী ছুটে চলল ট্রয়ের দিকে। সূর্যের আলো তাদের চকচকে ঢাল আর বর্মের ওপর পড়ে ঝকঝক করতে লাগল—মনে হল যেন একরাশ আগুন সামনে নিয়ে সৈন্যেরা ছুটে আসছে। অগণিত—অসংখ্য গ্রীক সৈন্য! তাদের পায়ের তলায় বন-জঙ্গল, ঘাস-পাতা, মাটি-পাথর গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। তাদের রণহুঙ্কারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

## চার

এদিকে গ্রীকদের আক্রমণের খবর পেয়ে ট্রোজান সৈন্যেরাও তৈরি হয়েছে। শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারাও এগিয়ে চলল। সংখ্যায় তারাও অগণ্য। তাদেরও পায়ের ধুলোয় বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

অবশেষে দুই দল মুখোমুখি এসে থামল।

ট্রোজান সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন রাজকুমার প্যারিস। তাঁর কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত একটা মস্ত বাঘের ছাল জড়ানো, কাঁধে ঝুলছে বিরাট এক ধনুক, কোমরে তলোয়ার আর হাতে শাণিত বর্শা। গ্রীকদের লক্ষ্য করে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন— তোমাদের মধ্যে কে লড়তে চাও, এগিয়ে এস।

কাছেই মেনেলাস তাঁর রথের ওপরে বসে ছিলেন। ক্ষুধার্ত সিংহ হরিণ-শিশু দেখলে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি ভাবে তিনি রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন প্যারিসের সামনে। এতদিন পরে আজ বুঝি তাঁর প্রতিহিংসা মেটাবার সুযোগ এসেছে!

সে মূর্তি দেখে প্যারিসের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সামনে বিষধর সাপ দেখলে লোকে যেমন পিছিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে তিনি পিছু হঠে ট্রোজান সৈন্যদের মধ্যে মিশে গেলেন।

ব্যাপারটা তাঁর ভাই হেক্টরের চোখ এড়াল না। লজ্জায় তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ভাইকে তিরস্কার করে তিনি বললেন, তোমার পালিয়ে আসতে লজ্জা হল না প্যারিস? এই সাহস নিয়েই কি তুমি সাগর পাড়ি দিয়ে গ্রীসে গিয়েছিলে, আর পরের স্ত্রী চুরি করে নিয়ে এসেছিলে? আজ সেই মেনেলাস তোমার সামনে এসেছে, তোমাকে তার সঙ্গে লড়াই করে শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা, সমস্ত ট্রোজানরা যে তোমার জন্য কতখানি খাটো হয়ে যাচ্ছি একবার ভেবে দেখছ কি? ভগবান তোমাকে কি শুধু মেয়েদের মত রূপই দিয়েছেন, পুরুষের মত একটু সাহস দেন নি? ছিঃ ছিঃ প্যারিস, তোমার জন্য লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারছি না!

হেক্টরের তিরস্কারে প্যারিস সত্যি লজ্জিত হলেন, বললেন, আমায় ক্ষমা কর ভাই হেক্টর, মুহূর্তের দুর্বলতায় আমি পালিয়ে এসেছিলাম। আমি নিশ্চয়ই মেনেলাসের সঙ্গে যুদ্ধ করব। শুধু,

আমরা দু'জনাই লড়ব, বাকি সমস্ত ট্রোজান আর গ্রীক বন্ধুভাবে তা দেখুক। আমাদের মধ্যে যে জিতবে সে-ই হেলেনকে লাভ করবে। ফলাফল যাই হোক, গ্রীকরা শান্তিতে দেশে ফিরে যাক, ট্রোজানরাও শান্তিতে স্বদেশে বাস করুক। তুমি ওদের এ কথা বলে দাও, হেক্টর।

এই তো বীরের মত কথা!—ভারি খুশি হয়ে হেক্টর বললেন। তারপর ট্রোজানদের চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিয়ে হেক্টর বর্শা হাতে এগিয়ে চললেন গ্রীকদের দিকে।

কিন্তু হেক্টরের আসবার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে গ্রীকরা তাঁর দিকে তীর আর ইট-পাথর ছুঁড়তে শুরু করল। অ্যাগামেমনন তাদের ধমক দিয়ে বললেন, থাম থাম, হেক্টর যেন বন্ধুভাবে কিছু বলতে আসছেন মনে হচ্ছে।

রাজার আদেশে গ্রীকরা আর কিছু করল না। হেক্টর এগিয়ে এসে প্যারিসের প্রস্তাব জানালেন।

প্রস্তাব শুনে মেনেলাস খুশি হয়ে বললেন, সেই ভাল কথা। গ্রীকরা এতদিন আমার জন্য আর প্যারিসের পাপের জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে। আজ হয়ত তার শেষ হবে। বেশ, আমি প্যারিসের সঙ্গে একা যুদ্ধ করব। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ই ঠিক করে দেবে কে হেলেনকে পাবে। তার আগে আমরা দেবরাজ জিউসের কাছে কিছু পশু বলি দিয়ে নেব। আর ভাল কথা, ট্রয়-রাজ প্রায়ামকেও এখানে আসতে হবে। প্যারিস কিংবা হেক্টরকে আমাদের বিশ্বাস নেই, কিন্তু তিনি বয়স্ক মানুষ—প্রবীণ লোক, তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না।

মেনেলাসের কথায় গ্রীক বা ট্রোজান কেউই কোন আপত্তি করল না। সবাই অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রেখে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখবার জন্য বসে পড়ল। রাজা প্রায়ামকে খবর দেবার জন্য দূত পাঠানো হল, আর একদল গেল বলির পশু আনতে।

এই অবসরে হীরা তাঁর সহচরী আইরিসকে পাঠিয়ে দিলেন হেলেনের কাছে। আইরিস প্রায়ামের কন্যার ছদ্মবেশ ধরে হেলেনের কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

ট্রয় রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে বসে হেলেন আপন মনে কাপড়ের ওপর সুতো দিয়ে ছবি তুলছিলেন—ট্রয়-যুদ্ধের ছবি। আইরিস গিয়ে হেলেনকে বললেন, এস ভাই আমার সঙ্গে, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। দেখলে অবাক হবে, গ্রীক আর ট্রোজান সৈন্যেরা তাদের সমস্ত অস্ত্র ফেলে দিয়ে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখতে বসে গেছে। তোমারই জন্য আজ প্যারিস আর মেনেলাস পরস্পারের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। যে জিতবে সে-ই হবে তোমার স্বামী।

মেনেলাসের নাম করতেই হেলেন চমকে উঠলেন। অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া স্বদেশের ছবি তাঁর মনের সামনে ভেসে উঠল। মেনেলাসের কথা মনে পড়ল, বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ল, আর মনে পড়ল তাঁর ছোট্ট মেয়ে হারমিওনের কথা,—অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত যাকে তিনি ফেলে পালিয়ে এসেছেন। চোখদুটি তাঁর জলে ভরে উঠল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে গায়ে একটা চাদর টেনে তিনি দু'জন দাসীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চললেন।

হেলেনকে দেখামাত্র চতুর্দিকে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠল। সবাই ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলাবলি করতে লাগল—হ্যাঁ, একখানা চেহারা বটে! এঁর জন্য যে এত লোকক্ষয় হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

একধারে একটা সিংহাসনে রাজা প্রায়াম বসে ছিলেন। হেলেনকে দেখে তিনি তাঁকে কাছে ডাকলেন। হেলেন গিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর পাশে আসন গ্রহণ করলেন—অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে।

প্রায়াম বললেন, লজ্জা কী মা, দোষ তোমার নয়, দোষ আমাদের অদৃষ্টের। তুমি নিঃসঙ্কোচে বস। তুমি বরঞ্চ আমায় গ্রীক বীরদের চিনিয়ে দাও।

হেলেন সাধ্যমত গ্রীক বীরদের দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

অ্যাগামেমনন, অডিসিউস এবং আরও অনেককে দেখে প্রায়াম তাঁদের সম্বন্ধে নানা রকম খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

তারপর জিউসের উদ্দেশ্যে পশুবলি হয়ে যাবার পর দুই পক্ষই সত্য পালনের প্রতিজ্ঞা করলেন—কোন রকম অন্যায় যুদ্ধ কেউ করবেন না। প্রায়াম এবং অ্যাগামেমনন তাঁদের নিজের নিজের দলের হয়ে প্রতিজ্ঞা পাঠ করলেন। প্রায়াম কিন্তু তার পরেই উঠে পড়লেন। বললেন—যুদ্ধে কে জিতবে একমাত্র জিউসই জানেন। আমি বুড়ো বয়সে নিজের ছেলের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ চোখে দেখতে পারব না।

ত্বরিত-গতিতে রথে চড়ে তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

তখন হেক্টর আর অডিসিউস গিয়ে যুদ্ধের স্থান নির্বাচন করলেন। এর পর লটারি করে ঠিক হল কে আগে অস্ত্রাঘাত করবে। হেক্টর মাথা থেকে হেলমেট খুলে নিয়ে তার মধ্যে দুটো পাথরের টুকরো ভরে দিলেন—একটা প্যারিসের জন্য, অপরটা মেনেলাসের। তারপর পেছন দিকে মুখ করে হেলমেটে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন। যার পাথর আগে পড়বে সে-ই আগে অস্ত্র ছুঁড়বে। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখল, প্যারিসের পাথরই আগে মাটিতে পড়েছে।

তখন প্যারিস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। গোড়ালি, হাঁটু, বুক সমস্ত জায়গায় তাঁর বর্ম আঁটা, কাঁধের ওপর ঝক্‌মক্ করছে বিরাট পেতলের ঢাল আর ধনুক, পাশে খাপের ভেতর ঝুলছে রুপালি হাতল-লাগানো তরোয়াল; মাথায় ঝকমকে হেলমেট—ঘোড়ার চুল দিয়ে তার মধ্যে ঝুঁটি লাগানো হয়েছে। হাতে খরধার বর্শা। মেনেলাসের পোশাকও প্রায় একই রকম।

মুহূর্তের জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দু'জনেরই চোখে ক্রোধ এবং ঘৃণা যেন উপছে পড়ছে। তারপর প্যারিস মেনেলাসকে লক্ষ্য করে সজোরে তাঁর বর্শা ছুঁড়ে মারলেন। প্রচণ্ড বেগে হাওয়া কেটে ঘুরতে ঘুরতে বর্শা গিয়ে পড়ল

মেনেলাসের ঢালের ওপর। দৃঢ় হস্তে মেনেলাস সে ঢাল ধরে আছেন; বর্শা সে ঢাল ভেদ করতে পারল না, ঠিকরে পড়ল মাটিতে।

এবার মেনেলাসের পালা। একবার উর্ধ্বে চেয়ে তিনি মনে মনে দেবরাজ জিউসকে স্মরণ করলেন—প্রভু জিউস, আমাকে শক্তি দাও! আমি যেন আজ সমস্ত অন্যায়ের প্রতিশোধ ভাল করেই নিতে পারি। বিদ্যুৎ-বেগে বর্শা ছুটল। প্রচণ্ড শক্তিতে তা প্যারিসের ঢাল ফুটো করে বর্ম পর্যন্ত ভেদ করে গেল। প্যারিসের জামা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু তিনি কোন রকমে এক লাফে পাশে সরে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

ইতিমধ্যে মেনেলাস তাঁর তরোয়াল টেনে বার করেছেন। প্যারিসের মাথা লক্ষ্য করে সজোরে তিনি তরোয়াল চালনা করলেন। কিন্তু প্যারিসের হেলমেটে লেগে তরোয়াল টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল, শুধু তার হাতলটা রয়ে গেল মেনেলাসের হাতে।

—জিউস, জিউস! তুমি এত নিষ্ঠুর! এত বড় সুযোগ থেকে আজ আমায় তুমি বঞ্চিত করছ! বলতে বলতে মেনেলাস প্যারিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তারপর তাঁর হেলমেটের ঝুঁটি ধরে তাঁকে টানতে টানতে গ্রীকদের দিকে নিয়ে চললেন। ঠিক এই সময়ে হেলমেটের চামড়ার ফিতেটা কি করে প্যারিসের গলায় আটকে গিয়ে ফাঁস লেগে গেল। দম বন্ধ হয়ে আর-একটু হলেই তিনি মারা যেতেন, যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে অ্যাফ্রোডাইটি তাঁর সাহায্যের জন্য ছুটে আসতেন। অ্যাফ্রোডাইটি এসেই অন্তরীক্ষ থেকে প্যারিসের গলায় জড়ানো হেলমেটের ফিতে ছিঁড়ে ফেললেন। ফলে সে হেলমেট আলগা হয়ে মেনেলাসের হাতে উঠে এল, প্যারিসও মুক্তি পেয়ে গেলেন।

রাগে দিশাহারা হয়ে মেনেলাস হেলমেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাশের একজন সঙ্গীর হাত থেকে আর-একটা নতুন বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে প্যারিসকে আক্রমণ করলেন।

কিন্তু অ্যাফ্রোডাইটিও তৈরি ছিলেন; তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে ঘন কুয়াসা-জাল সৃষ্টি করে প্যারিসকে মেনেলাসের দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল করে ফেললেন। তারপর সেই কুয়াসার আড়ালে আড়ালেই তীব্রগতিতে প্যারিসকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শিকার-হারানো ক্ষিপ্ত পশুর মত মেনেলাস প্যারিসকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় প্যারিস? অ্যাফ্রোডাইটি তাঁকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে পড়েছেন, মেনেলাস তাঁর সন্ধান পেলেন না।

তখন অ্যাগামেমনন উঠে বললেন, সবাই শোন, বিশেষ করে ট্রোজানরা। মেনেলাসই যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। কাজেই এখন তোমরা হেলেনকে ফিরিয়ে দাও, আর আমাদেরও এতদিনকার ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দাও। আমরা হেলেনকে নিয়ে দেশে ফিরে যাই।

অ্যাগামেমননের কথা শুনে গ্রীকরা তুমুল জয়ধ্বনি করে উঠল।

## পাঁচ

এদিকে মেনেলাস যখন উন্মত্তের মত প্যারিসকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তখন হীরা আর অ্যাথিনি অলিম্পাস পর্বতে বসে ফন্দি আঁটছিলেন। এত সহজে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এ তাঁরা চান না, তাহলে যে প্যারিস সাজা না পেয়েই পার পেয়ে যাবে!

অ্যাথিনি তখন উল্কার বেগে নেমে এলেন এবং একজন সাধারণ ট্রোজান সৈনিকের ছদ্মবেশে ট্রোজানদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

ট্রোজানদের মধ্যে প্যাণ্ডারাস নামে একজন খুব ওস্তাদ তীরন্দাজ ছিল। ছদ্মবেশী অ্যাথিনি তাকে গিয়ে চুপি-চুপি বললেন, দেখছ কী, এই তো সুযোগ! মেনেলাস এখন অসতর্ক রয়েছেন, এই ফাঁকে

একটা তীর মেরে তাঁর দফা শেষ করে দাও না! তোমার মত খাসা তীরের হাত তো আমাদের মধ্যে আর কারুরই নেই! মেনেলাসকে মারতে পারলে সমস্ত ট্রোজানরা তোমার জয়-জয়কার করবে। চাই কি, গ্রীকরা ভয় পেয়ে এ দেশ ছেড়ে পালিয়েও যেতে পারে।

প্যাণ্ডারাস একটু ইতস্তত করল, কিন্তু অ্যাথিনির কুমন্ত্রণারই জয় হল শেষে। এত বড় একটা প্রলোভন দমন করতে পারল না সে। বিদ্যুৎ-বেগে তূণ থেকে একটা ধারালো তীর বেছে নিয়ে সে তার বিরাট ধনুকে যোজনা করল, তারপর আড়ালে লুকিয়ে মেনেলাসকে লক্ষ্য করে কান পর্যন্ত টেনে তীর ছুঁড়ে দিল।

অব্যর্থ তার সন্ধান। মুহূর্তমধ্যে শন-শন করে সে তীর গিয়ে পড়ল মেনেলাসের ওপর। ঠিক ভাবে যেতে পারলে তা মেনেলাসের হৃৎপিণ্ড এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে যেত, কিন্তু ঠিক তীর ছোঁড়ার মুহূর্তে অ্যাথিনি অলক্ষ্যে প্যাণ্ডারাসের হাতে মৃদু একটা মোচড় দিয়েছিলেন, ফলে সে তীর ঘুরতে ঘুরতে পড়ল মেনেলাসের বর্মের পুরু কটিবন্ধে। কাজেই তা তত মারাত্মক হতে পারল না।

কিন্তু মারাত্মক না হলেও মেনেলাস বেশ আহত হলেন। তীর তাঁর চামড়া ভেদ করে বিঁধে গিয়েছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল ক্ষতস্থান থেকে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় গ্রীকরা সকলেই বিচলিত হয়ে পড়ল। মেনেলাসকে ধরাধরি করে শুইয়ে দিয়ে ডেকে পাঠানো হল চিকিৎসককে। তিনি এসে তীর টেনে তুললেন; ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বার করে দিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে বললেন, আঘাত তেমন গুরুতর হয় নি।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজেই মিটল না। হীরা আর অ্যাথিনি যা চাইছিলেন, এ ব্যাপারে তারই পথ পরিষ্কার হল মাত্র।

অ্যাগামেমনন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সমস্ত গ্রীক সৈন্যকে আহ্বান

করলেন। বললেন, ট্রোজানরা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, আর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন চুক্তি নেই। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি চাই এইবার। প্রভু জিউস এখন আমাদের সহায় হবেন, তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদের পক্ষ নেবেন না।

যে-সব গ্রীক যোদ্ধা তখনও ইতস্তত করছিল তাদের তিনি ধমকাতে লাগলেন। একটুও সময় তিনি নষ্ট হতে দেবেন না।

তখন আবার দুই পক্ষে' পবল যুদ্ধ শুরু হল। ঝড়ের সময় সমুদ্রের ঢেউ যেমন উন্মত্ত গর্জনে পাড়ের ওপর আছড়ে পড়ে, গ্রীক সৈন্যেরাও ঠিক তেমনি ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রোজানদের ওপর। ট্রোজানরাও প্রস্তুত হয়ে রুখে দাঁড়াল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়, আহতের আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠল বাতাস। দেখতে দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগল। দলে দলে ট্রোজান আর দলে দলে গ্রীক বীর একটির পর একটি ধরাশায়ী হতে লাগল। ভাঙা রথ আর মৃত রথের ঘোড়ায় পা ফেলবার জায়গা রইল না কোথাও। কিন্তু তবুও যুদ্ধ চলতে লাগল অবিরাম। দুই পক্ষই উন্মত্তের মত মরিয়া হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে চলল।

গ্রীকদের মধ্যে ডায়োমেডিস নামে একজন যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন খুব নাম-করা বীর। কিন্তু ডায়োমেডিস সেদিন প্রথমটা যুদ্ধে না নেমে রথ নিয়ে এক দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাই দেখে অ্যাগামেমনন গিয়ে তাঁকে খুব বকতে লাগলেন, বললেন, অত বড় বীরের ছেলে হয়ে তুমি কি শেষটায় কাপুরুষ নাম কিনবে? শুনে ডায়োমেডিসের খুব লজ্জা হল। বাস্তবিক, তিনিও খুব বড় বীর ছিলেন। তিনি আর দেরি না করে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন মাটিতে, তারপর হুঙ্কার দিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে ছুটে চললেন।

এদিকে অলিম্পাস পর্বত থেকে দেবতারাও এসে সেদিন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। স্বয়ং যুদ্ধের দেবতা মার্স এসে যোগ দিয়েছেন। ট্রোজানদের দলে অ্যাথিনিও নিজে এসে গ্রীকদের সাহায্য করছেন।

ডায়োমেডিসের রণ-তাণ্ডব মূর্তি দেখে অ্যাথিনি এসে তাঁকে আরও সাহস দিতে লাগলেন।

ট্রোজানদের মধ্যে দুটি ভাই ছিলেন খুব ভাল যোদ্ধা। একজোড়া তেজস্বী ঘোড়ায়-টানা চমৎকার একটা রথে দাঁড়িয়ে তাঁরা যুদ্ধ করছিলেন। ডায়োমেডিসকে সামনে পেয়ে এক ভাই সজোরে তাঁর দিকে বর্শা নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পরমুহূর্তে ডায়োমেডিসের অব্যর্থ বর্শা এসে তাঁর প্রাণহীন দেহ ছিটকে ফেলে দিল রথ থেকে। ব্যাপার দেখে অপর ভাই রথ ফেলে পালিয়ে গেলেন, ডায়োমেডিস গিয়ে সে রথ দখল করলেন।

ইত্যবসরে অ্যাথিনি মার্সকে ডেকে নিয়ে গেলেন নদীর ধারে। বললেন, ওরা যুদ্ধ করুক, আমাদের ওর মধ্যে না যাওয়াই ভাল। মার্স তাঁর কথামত নদীর ধারে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

ডায়োমেডিস তখনও সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছেন। এবার তিনি রথে চেপে লড়াই করছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি প্রায় ট্রোজান বাহিনীর মাঝখানে এসে পড়লেন। অমনি হঠাৎ কোথা থেকে একটা তীর এসে তাঁর কাঁধে বিঁধল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল।

অদূরে দাঁড়িয়ে প্যাণ্ডারাস। হাতে তার সেই বিশাল ধনুক, আর অব্যর্থ তার সন্ধান। ডায়োমেডিসের কাঁধ থেকে রক্ত ঝরতে দেখে সে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—এবার আর তোমার রক্ষা নেই!

কিন্তু ডায়োমেডিস ঘাবড়ালেন না একটুও। এক লাফে রথ থেকে নেমে এসে সারথিকে বললেন, আমার কাঁধের তীরটা তাড়াতাড়ি তুলে দাও।

সারথি তীর টেনে তুলতে ক্ষতস্থান দিয়ে আরও বেশি করে রক্ত ঝরতে লাগল। ডায়োমেডিস মনে মনে অ্যাথিনিকে স্মরণ করলেন। অ্যাথিনি তখনই ছুটে এসে তাঁকে পুনর্বার সাহস দিয়ে বললেন, আজকের দিনে তোমারই জয় হবে। শুধু, তুমি কোন দেবতার গায়ে অস্ত্রাঘাত কোরো না এক অ্যাফ্রোডাইটি ছাড়া।

অ্যাথিনির কথায় আশ্বাস পেয়ে ডায়োমেডিস আবার প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করলেন, আঘাতের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। একটির পর একটি ট্রোজান সৈন্য তাঁর বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী হতে লাগল। একটির পর একটি রথ আর তার ঘোড়া তিনি দখল করতে লাগলেন।

ট্রোজান দলে তখন সেনাপতিত্ব করছিলেন মহাবীর ঈনিয়াস। ঈনিয়াসের বাবা অ্যাঙ্কাইসিস মানুষ হলেও মা হচ্ছেন স্বয়ং দেবী অ্যাফ্রোডাইটি। প্যাণ্ডারাসকে লক্ষ্য করে ঈনিয়াস বললেন, আজ তোমার হল কী প্যাণ্ডারাস! অব্যর্থ তোমার তীর, অথচ তার আঘাতে ডায়োমেডিসের কিছুই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না!

—হ্যাঁ, আজ দেবতারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন মনে হচ্ছে—প্যাণ্ডারাস বলল। নইলে মেনেলাসও তো আমার তীরে আহত হয়ে দিব্যি বেঁচে রইল! যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে, রথে চড়ে না আসাতেই আমার আজ এমন হচ্ছে।

—বেশ তো, তাহলে তুমি বরঞ্চ আমার রথে এসে ঘোড়ার রাশ ধর। আমি নিজে ডায়োমেডিসের সঙ্গে যুদ্ধ করব।—ঈনিয়াস ব্যস্ত হয়ে বললেন।

কিন্তু প্যাণ্ডারাস তাতে রাজি হল না, বলল, ওতে হিতে বিপরীত হতে পারে। নতুন লোক রাশ ধরলে ঘোড়ারা ভয় পেয়ে গিয়ে হয়ত কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

তখন ঠিক হল ঈনিয়াস স্বয়ং ঘোড়ার রাশ ধরে রথ চালাবেন, আর প্যাণ্ডারাস তাতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে।

তাই হল। প্যাণ্ডারাস আর ঈনিয়াসকে ঐ ভাবে এগিয়ে আসতে দেখে ডায়োমেডিসের সারথি তাঁকে রথে গিয়ে উঠতে অনুরোধ করল। কিন্তু ডায়োমেডিস রাজি হলেন না, বললেন, অ্যাথিনির বরে আজ ওদের দুজনেরই মৃত্যু লেখা আছে আমার হাতে। তুমি বরং তখন ওদের ঘোড়াদুটোকে গ্রীকদের মধ্যে নিয়ে এসো। এমন চমৎকার তেজী ঘোড়া দুনিয়ায় আর নেই।

সামনে ডায়োমেডিসকে দেখে প্যাণ্ডারাস এবার সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করল। বর্শা ডায়োমেডিসের ঢাল ভেদ করে বর্মে গিয়ে আঘাত করল। কিন্তু প্যাণ্ডারাসকে আর তা দেখতে হল না, সঙ্গে সঙ্গে ডায়োমেডিসের বর্শা এসে তার নাক-মুখ ভেদ করে গলা দিয়ে এ-কোঁড় ও-ফোঁড় বেরিয়ে এল। প্যাণ্ডারাসের প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ল রথ থেকে।

ঈনিয়াস এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলেন না। সিংহের মত বেগে তিনিও রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন মাটিতে, তারপর সিংহেরই মত অমিত বিক্রমে বন্ধুর মৃতদেহ আগলে দাঁড়ালেন,—গ্রীকরা যাতে তা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

কিন্তু ডায়োমেডিসও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বর্শা ফেলে একটা বিরাট পাথরের চাঁই তুলে নিয়ে সজোরে ঈনিয়াসের উরু লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। সে আঘাতে মনে হল ঈনিয়াসের উরুর হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। প্যাণ্ডারাসের মৃতদেহের পাশে ঈনিয়াসও ভগ্নজানু হয়ে বসে পড়লেন। হয়ত তখনই আর-এক আঘাতে তাঁর মৃত্যু হত, কিন্তু ছেলের এ বিপদে ছুটে এলেন অ্যাফ্রোডাইটি। তিনি তাঁর কোমল হাত দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে দ্রুতগতিতে তাকে নিয়ে চললেন নিরাপদ জায়গায়। কিন্তু ডায়োমেডিসও নাছোড়বান্দা, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে রথে লাফিয়ে উঠে অ্যাফ্রোডাইটিকে তাড়া করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত বর্শা দিয়ে তাঁর কব্জিতে প্রচণ্ড আঘাত করতে ছাড়লেন না।

দারুণ যন্ত্রণায় অ্যাফ্রোডাইটি চীৎকার করে উঠলেন; ছেলেকে ফেলে দিয়েই তিনি দৌড়ে পালালেন অলিম্পাসের দিকে। আর-একজন দেবতা এসে তাড়াতাড়ি কুয়াসা ছড়িয়ে ঈনিয়াসকে ধরে না ফেললে ঈনিয়াসের অবস্থা সেদিন কী হত কে জানে! ডায়োমেডিস অবশ্য তখনও ক্ষান্ত হন নি, আহত ঈনিয়াসকে বধ করবার জন্য তিনি বার বার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু প্রতিবারই সেই দেবতা তাঁকে ঠেকিয়ে দিলেন।

এদিকে যুদ্ধ তখনও ঘোরতর ভাবে চলছে। দেবতারাও আবার একে-একে কেউ এ-দলে কেউ ও-দলে যোগ দিয়েছেন। মার্স, অ্যাথিনি, হীরা—কেউ বাদ নেই। হঠাৎ এক সময় অ্যাথিনি লক্ষ্য করলেন, ডায়োমেডিস রণক্ষেত্রের এক ধারে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে কাঁধের রক্ত মুছছেন। অ্যাথিনি তখন এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে তাঁর মনে কোন রকম দয়ামায়া এল না। রূঢ়ভাবে তিনি ডায়োমেডিসকে কাপুরুষ, অলস ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে লাগলেন; বললেন, আমি নিজে তোমার পাশে সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়েছি, তবু তোমার এত ভয়!

ডায়োমেডিস ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, ভয় পেয়ে আমি এখানে আসি নি। আপনিই বলেছেন, অ্যাফ্রোডাইটি ছাড়া অন্য কোন দেবতার গায়ে যেন আমি অস্ত্রাঘাত না করি। এখন দেখছি অনেক দেবতাই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। এমনকি স্বয়ং যুদ্ধের দেবতা মার্স ট্রোজান সৈন্যদের পরিচালনা করছেন। কাজেই আমি ক্ষান্ত হয়েছি।

এবার অ্যাথিনি বুঝলেন। ডায়োমেডিসকে অভয় দিয়ে তিনি বললেন, ঠিক কথা। মার্স আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আজ তিনি গ্রীকদের হয়ে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু তিনি সে কথা রাখেন নি। কাজেই এখন আর তোমার লড়তে কোন বাধা নেই। তুমি এগিয়ে এস, আমি নিজে তোমার রথের ঘোড়ার রাশ ধরব।

তখন সত্যি সত্যি দেবী অ্যাথিনি ডায়োমেডিসের রথ চালাতে শুরু করলেন। অদূরে মার্সদেব প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন, ডায়োমেডিসকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলেন। দেবতার হাতের সেই বর্শা ডায়োমেডিসকে মুহূর্তে শেষ করে দিত, কিন্তু চতুর অ্যাথিনি কৌশলে তা শুধু লুফেই নিলেন না, উল্টে, ডায়োমেডিস যখন মার্সকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লেন তখন তিনি সে বর্শার গতি এমন ভাবে ঘুরিয়ে দিলেন যে সেটা প্রচণ্ড বেগে মার্সের উরুদেশে গিয়ে বিঁধল।

আহত মার্স রাগে ও যন্ত্রণায় বজ্রের মত গর্জন করতে করতে অলিম্পাস পর্বতে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতা জিউসের কাছে নালিশ করলেন।

জিউস বিরক্ত হয়ে বললেন, আমাকে বিরক্ত কোরো না, তোমার মা হীরার কাছে যাও। তাঁর থেকেই তোমরা এই ঝগড়াটে স্বভাব পেয়েছ।

এদিকে ট্রয়ের প্রাচীরের পাশে তখনও সমানে লড়াই চলতে লাগল।

## ছয়

হেক্টর কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হঠাৎ চলে এলেন। ট্রয় নগরে ঢোকবার প্রধান ফটকের কাছে ট্রোজান পুরনারীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, যুদ্ধের খবর জানবার জন্য। তাঁদের বাপ, ভাই, স্বামী, পুত্র প্রায় সকলেই যুদ্ধে গেছেন। তাঁরা কুশলে আছেন কি না জানবার জন্য স্বভাবতই মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন। হেক্টর ফটক পার হতেই তাঁরা তাঁকে ঘিরে ধরলেন।

তাঁদের প্রবোধ দিয়ে হেক্টর চলে এলেন রাজা প্রায়ামের প্রাসাদে। হেক্টরের মা রানী হেকিউবা ছেলেকে অসময়ে ফিরে আসতে দেখে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি কি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ হেক্টর? কিছু খাবার এনে দি?

হেক্টর বাধা দিয়ে বললেন, না মা, ওসবের কোন দরকার নেই এখন। তুমি বরঞ্চ অ্যাথিনি দেবীর মন্দিরে চলে যাও। সেখানে গিয়ে দেবীকে ভাল করে পুজো দাও—যাতে তিনি ট্রয়বাসীদের ওপর সদয় হন। আমি একবার প্যারিসের কাছে যাই।

প্যারিসের খোঁজে গিয়ে হেক্টর দেখলেন, প্যারিস বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র সব খুলে ফেলে হেলেনের পাশে চুপটি করে বসে আছেন। দেখে রাগে এবং ঘৃণায় তাঁর মুখ দিয়ে প্রথমটা কথা বেরোল না। একটু চুপ করে থেকে তিনি প্যারিসকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করে বললেন, তোমার জন্য আজ সারা ট্রয় বিপন্ন, হাজার হাজার ট্রোজান তোমারই জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছে, আর তুমি এখানে লুকিয়ে বসে আছ! তোমার লজ্জা করছে না প্যারিস!

প্যারিস সত্যি লজ্জা পেলেন, বললেন, হ্যাঁ ভাই, আমি বুঝতে পারছি আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। হেলেনও আমাকে সেই কথা বলছিল। আমি এখনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি আবার যুদ্ধে যোগ দেব।

হেক্টর আর কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হেলেন তাঁর পথরোধ করলেন। বললেন, ভাই হেক্টর, তোমার বোন বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমার নেই। না হলে আমার জন্য তোমাদেরই বা এ বিপদ হবে কেন? যাই হোক, যখন এলে, তখন কি খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে যাবে না?

হেক্টর বললেন, না বোন, আমার সঙ্গীরা সবাই রইল যুদ্ধক্ষেত্রে, আর আমার পক্ষে কি এখন বিশ্রাম করা সাজে? আমি শুধু একবার আমার স্ত্রীপুত্রের কাছে বিদায় নিতে এসেছি। কে জানে জীবনে আর কোনদিন তাদের সঙ্গে দেখা হবে কি না!

বাড়ি গিয়ে কিন্তু হেক্টর তাঁর স্ত্রী অ্যানড্রোম্যাকিকে দেখতে পেলেন না; শুনলেন, লড়াই গুরুতর আকার ধারণ করেছে শুনে অ্যানড্রোম্যাকি উতলা হয়ে নগর-প্রাচীরের ধারে গেছেন খবর জানতে; ধাত্রী তাঁর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে সঙ্গে গেছে। হেক্টর আবার ফিরে এলেন।

অ্যানড্রোম্যাকি সজল চোখে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিলেন। দূর থেকে হেক্টরের দিকে নজর পড়তেই তিনি দ্রুতপদে নিচে নেমে

এসে হেক্টরের হাত চেপে ধরলেন। তাঁর পেছনে গেছনে ধাত্রীও নেমে এল। হেক্টর সস্নেহ দৃষ্টিতে শিশুপুত্রের দিকে তাকালেন। ট্রয়ের লোকেরা আদর করে ছেলেটির নাম রেখেছিল 'অ্যাস্টায়নাক্স' অর্থাৎ নগর-রাজ। তার বাবা ট্রয় নগরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন বলেই এই নাম।

অ্যানড্রোম্যাকি ছলছল চোখে বললেন, তোমাকে আর আমি যুদ্ধে যেতে দেব না! আমার বাপ নেই, মা নেই, আমার সাত-সাতটি ভাই একদিনে যুদ্ধে মারা গেছে। একমাত্র তুমি আছ। তোমাকে হারালে আমি কী নিয়ে বেঁচে থাকব?

হেক্টর তাঁকে নানা কথায় প্রবোধ দিতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁকে যেতেই হবে। বললেন, তাঁর দেশের স্বাধীনতা, জাতির সম্মান সব কিছু নির্ভর করছে এই যুদ্ধের ওপর। সঙ্গীদের সামনে ঠেলে দিয়ে তিনি কি সরে থাকতে পারেন?

অবশেষে বিদায়ের সময় হয়ে এল। কে জানে আর তাঁদের জীবনে দেখা হবে কি না; হেক্টর নিচু হয়ে ছেলেকে আদর করতে গেলেন, কিন্তু তাঁর মাথায় হেলমেটের ঝুঁটি দেখে শিশু ভয় পেয়ে ধাত্রীর বুকে মুখ লুকোল। হেক্টর ও অ্যানড্রোম্যাকি দু'জনেই হেসে ফেললেন। বিদায়ের করুণ দৃশ্য ক্ষণিকের জন্য হাস্যমুখর হয়ে উঠল। তখন হেক্টর হেলমেট খুলে ফেলে শিশুকে কোলে নিয়ে তার মুখচুম্বন করলেন; জিউসকে উদ্দেশ করে বললেন, বড় হয়ে ও যেন আমার চেয়েও অনেক— অনেক বড় বীর হয়!

তারপর স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে ধীরপদে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন তিনি। যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় অ্যানড্রোম্যাকি একদৃষ্টে তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর উচ্ছ্বসিত অশ্রু এসে তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দিল।

হেক্টর একটু অগ্রসর হতেই প্যারিসের সঙ্গে তাঁর দেখা হল।

প্যারিসও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধে চলেছেন। বীরবেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

—আমি বোধহয় তোমায় খুব বেশি দেরি করে দিই নি হেক্টর! সলজ্জ হাস্যে প্যারিস বললেন।

হেক্টর খুশি হয়ে বললেন, না ভাই, তোমার সাহস সম্বন্ধে আমার কোনও সংশয় নেই। তবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসাটা তখন তোমার উচিত হয় নি। যাক সে কথা, এখন চল আমরা দু'ভাই মিলে গ্রীকদের একটু শিক্ষা দিয়ে আসি।

## সাত

সেদিনকার যুদ্ধে হেক্টর আর প্যারিসের হাতে অসংখ্য গ্রীক সৈন্য প্রাণ হারাল। দুই ভাই সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করছেন, তাঁদের বর্শার সামনে দাঁড়াতে পারে গ্রীকদের মধ্যে এমন কেউ নেই।

দূর অলিম্পাসে বসে দেবী অ্যাথিনি এ দৃশ্যে বিচলিত হয়ে উঠলেন। কী করে দু'ভাইকে—বিশেষত হেক্টরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা যায়? অ্যাথিনি তাঁর ভাই অ্যাপোলো দেবের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। ঠিক হল হেক্টর যাতে এ ভাবে লড়াই না করে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য উৎসুক হন তাঁর মনে এই রকম একটা বাসনা ঢুকিয়ে দিতে হবে।

দেবতার চক্রান্তে তাই-ই হল। হেক্টর অ্যাগামেমননের কাছে প্রস্তাব করলেন—এবারে লড়াই থামিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন করা হোক। গ্রীকদের মধ্যে যে-কোন বীরের সঙ্গে তিনি একা লড়তে রাজি আছেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব করলে তা গ্রহণ না করাটা কাপুরুষের লক্ষণ, অ্যাগামেমননকে তাই হেক্টরের প্রস্তাবে রাজি হতে হল। কিন্তু

লড়াই করবে কে—হেক্টরের সেদিনকার রণদুর্মদ মূর্তি দেখে চট করে কেউ এগিয়ে আসতে সাহস পেল না।

তখন মেনেলাস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ছি ছি, গ্রীকদের মধ্যে কি এমন একজনও কেউ নেই যে হেক্টরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায়? বেশ আমিই তবে লড়ব।

ভাইকে এগিয়ে যেতে দেখে অ্যাগামেমনন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাধা দিয়ে বললেন, না না, মেনেলাস, তুমি যেও না। হেক্টরকে তুমি চেন না। স্বয়ং অ্যাকিলিসও হেক্টরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে ভয় পায়, অ্যাকিলিস তোমার চাইতে—তোমার চাইতে কেন, সমস্ত গ্রীকদের মধ্যে বড় যোদ্ধা এ তো অস্বীকার করবার যো নেই! তোমাকে আমি কিছুতেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারব না!

এদিকে মেনেলাসের দেখাদেখি লজ্জা পেয়ে আরও ন'জন বীর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তখন ঠিক হল লটারিতে যাঁর নাম উঠবে তিনিই যাবেন হেক্টরের সঙ্গে লড়তে। নাম উঠল অ্যাজাক্সের।

গ্রীকদের মধ্যে অ্যাজাক্স হচ্ছেন সবচেয়ে বলিষ্ঠ। দৈত্যের মতই বিরাট তাঁর চেহারা। হাতে ঝকমকে ঢাল আর বিরাট এক বল্লম নিয়ে তিনি যখন এগিয়ে এলেন তখন মনে হল বুঝি রণদেবতা মার্স ই স্বয়ং মানুষের বেশ ধরে নেমে এসেছেন। সে মূর্তি দেখে ট্রোজানরাও বুঝতে পারল হেক্টর আজ বেশ শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছেন।

হেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে অ্যাজাক্স বললেন, হেক্টর, তুমি বোধহয় মনে করছ, অ্যাকিলিস যখন যুদ্ধ ত্যাগ করে জাহাজের পাশে বসে আছেন তখন আর গ্রীকদের মধ্যে লড়াই করবার কেউ নেই। কিন্তু আজ তোমায় দেখিয়ে দেব, গ্রীকদের মধ্যে আরও অনেক অ্যাকিলিস আছে—যারা তোমার যুদ্ধ-সাধ ভাল করেই মেটাতে পারে। যাক, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তুমিই বরঞ্চ শুরু কর। হ্যাঁ, মনে রেখ আমার নাম অ্যাজাক্স।

লড়াই শুরু হল। হেক্টর অ্যাজাক্সকে লক্ষ্য করে বিপুল বেগে তাঁর বর্শা ছুঁড়লেন। অ্যাজাক্সের বিরাট ঢাল পর-পর সাত পর্দা পুরু চামড়া দিয়ে তৈরি, ওপরটা তার ব্রোঞ্জ দিয়ে মোড়া। হেক্টরের বর্শা সেই ঢাল ভেদ করতে করতে সপ্তম পর্দায় গিয়ে ঠেকে গেল, অ্যাজাক্স রক্ষা পেয়ে গেলেন। এবার অ্যাজাক্সের পালা। অসুরের মত বিক্রমে অ্যাজাক্স ছুঁড়লেন তাঁর বল্লম, হেক্টরের ঢাল ভেদ করে তা তাঁর উরুতে গিয়ে আঘাত করল। হেক্টর ত্বরিত-গতিতে পাশে সরে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করলেন।

এর পর আবার হেক্টরের পালা। নতুন বর্শা নিয়ে তিনি অ্যাজাক্সকে পুনরায় আঘাত করলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবার আর তাঁর বর্শা অ্যাজাক্সের ঢাল ভেদ না করে ঠিকরে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণেই অ্যাজাক্সের বল্লম হেক্টরের ঢাল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে তাঁর কাঁধের কাছে গভীর ক্ষত করে দিল। টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরতে লাগল কাঁধ দিয়ে। কিন্তু হেক্টর দমবার পাত্র নন, মাটি থেকে মস্ত একটা পাথরের চাঁই তুলে নিয়ে তিনি অ্যাজাক্সকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু এবারেও তা অ্যাজাক্সের অভেদ্য ঢালে আটকে গেল। প্রত্যুত্তরে অ্যাজাক্স তার চেয়েও বড় একটা পাথর নিয়ে হেক্টরকে আঘাত করলেন। পাথর হেক্টরের ঢাল চুরমার করে দিল। টাল সামলাতে না পেরে হেক্টরও মাটিতে পড়ে গেলেন।

এর পর কী হত বলা কঠিন, হয়ত ঐ পড়াই হেক্টরের শেষ পড়া হত, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে অ্যাপোলো দেব এসে অলক্ষ্যে থেকে হেক্টরকে টেনে তুললেন; হেক্টর সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দূত এসে ঘোষণা করল—সন্ধ্যা নেমে এসেছে, এবার যুদ্ধ থামাতে হবে, প্রভু জিউসের আদেশ। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, যুদ্ধ হবে শুধু দিনের বেলায়,—রাত্রে কেউ কারো গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করত না।

অ্যাজাক্স বললেন, হেক্টরের যা মত তাই হবে। তিনিই আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন।

হেক্টর বললেন, ভগবান আপনাকে যেমন বিরাট শরীর দিয়েছেন, তেমন শক্তিও দিয়েছেন বিরাট। গ্রীকদের মধ্যে আপনার চেয়ে বড় যোদ্ধা আমি এর আগে দেখি নি। কিন্তু বাস্তবিকই সন্ধ্যা নেমে গেছে। কাজেই আজকের মত আমাদের যুদ্ধ বন্ধ রাখতেই হবে। এর পর আবার আমরা যথাসময়ে যুদ্ধে মিলিত হব, সেই দিনই জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হবে। তারপর একটু থেমে বললেন, শত্রুভাবে আমরা যুদ্ধ শুরু করেছিলাম, কিন্তু যাবার সময় আমরা বন্ধুভাবেই বিদায় নিতে চাই।

কথা শেষ করে হেক্টর বীরের মত হাসিমুখে তাঁর রৌপ্যখচিত তলোয়ার খুলে নিয়ে অ্যাজাক্সকে উপহার দিলেন; অ্যাজাক্সও তাঁর মূল্যবান কোমরবন্ধ খুলে নিয়ে হেক্টরকে পরিয়ে দিলেন।

গ্রীক এবং ট্রোজান সৈন্যেরা দু'দিক থেকে জয়ধ্বনি করে উঠল।

## আট

সে রাত্রে গ্রীকরা অ্যাজাক্সের সম্মানে মস্ত একটা ভোজের আয়োজন করল। খাওয়া দাওয়ার পর প্রবীণ যোদ্ধা নেস্টর বললেন, আজকের যুদ্ধে আমাদের অনেক সৈন্য মারা গেছে। আমার মনে হয়, আগামী কাল যুদ্ধ স্থগিত রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে সৎকার করা উচিত। ট্রোজানদেরও অনেক সৈন্য মারা গেছে। তারাও নিশ্চয়ই এ প্রস্তাবে রাজি হবে।

এদিকে ট্রোজানদের মধ্যে কিন্তু তখন খুব তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছে। একদল বলছে, আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি নি, কাজেই

এ যুদ্ধে আমাদের জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ এখনও মানে মানে হেলেনকে ফিরিয়ে দেওয়া যাক, আর সেইসঙ্গে তার আনা ধনরত্ন। তাহলে হয়ত ট্রয় রক্ষা পাবে।

অপর দল—বিশেষত প্যারিস এর ঘোর বিরোধী। প্যারিস বললেন, তা হতে পারে না। হেলেনের আনা ধনরত্নের ওপর অবশ্য আমার কোন লোভ নেই; বরঞ্চ তার সঙ্গে আমি আরও কিছু ধরে দিতে রাজি আছি। কিন্তু হেলেন আমার স্ত্রী, তাকে আমি বিবাহ করেছি। তাকে কোন রকমেই ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না।

প্যারিসের মতই শেষ পর্যন্ত বহাল রইল, এবং পরদিন ভোরেই এই প্রস্তাব নিয়ে প্রায়ামের একজন দূত চলে গেল গ্রীক শিবিরে —অ্যাগামেমননের কাছে।

প্রস্তাব শুনে ডায়োমেডিস বলে উঠলেন, তোমাদের রাজাকে গিয়ে বল—আমরা কোন রকম ধনরত্নের প্রত্যাশী নই,—না হেলেনের, না প্যারিসের। হেলেনকে ফিরিয়ে দেবার জন্যও তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, কেন না ট্রয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ডায়োমেডিসের কথা শুনে গ্রীক সৈন্যেরা হর্ষধ্বনি করে উঠল। অ্যাগামেমনন বললেন, আমাদের জবাব তো তুমি নিজের কানেই শুনলে, তাই তোমাদের রাজাকে গিয়ে বল। তবে হ্যাঁ, মৃতদেহ সৎকারের জন্য আমরা আজকের দিনটা যুদ্ধ স্থগিত রাখতে রাজি আছি।

তাই হল। ট্রোজানরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের নিহত সঙ্গীদের দেহ খুঁজে বার করে নিয়ে গেল নগরের শ্মশানে। গ্রীকরাও সমুদ্রের ধারে বড় বড় চিতা জ্বালিয়ে তাদের মৃত বন্ধুদের দেহ সৎকার করল। সেইসঙ্গে তারা একটা পরিখা কেটে নিয়ে তার পাশে মাটি দিয়ে একটি সুদৃঢ় দেয়ালও গেঁথে ফেলল। তারপর রাত্রি হতে দু'পক্ষই নানা-রকম পান ভোজনের আয়োজন করে দিনের ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা করল।

ওদিকে অলিম্পাস পর্বতে দেবরাজ জিউস চুপ করে ছিলেন না। পরদিনই তিনি সমস্ত দেব-দেবীকে ডেকে বললেন, তাঁরা যেন কেউ কোন দলের হয়ে যুদ্ধে যোগ না দেন—না গ্রীকদের হয়ে, না ট্রোজানদের হয়ে। যোগ দিলে তার জন্যে গুরুতর সাজা পেতে হবে।

তারপর জিউস তাঁর সোনার বর্ম পরে নিজের রথে গিয়ে উঠলেন। হাতে তাঁর সোনার চাবুক। সেই চাবুকের ঘা খেতেই মহাতেজী ঘোড়াগুলি সোনার পুচ্ছ উড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে চলল মহাশূন্যের বুক চিরে। নিচে পড়ে রইল পৃথিবী, ওপরে নক্ষত্রখচিত মহাকাশ, মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে দেবরাজের রথ। অবশেষে সে রথ গিয়ে থামল আইডা পর্বতের চূড়ায়। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে দেবরাজ জিউস সেইখানে এক ঘন কুয়াসাজাল সৃষ্টি করলেন, তারপর সেই কুয়াসার ভিতর বসে গ্রীক আর ট্রোজান বাহিনীদের দেখতে লাগলেন, ঠিক যেমন করে লোকে খেলার পুতুল নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে।

একটু পরেই আকাশ ফরসা হয়ে এল, ভোরের আলো নেমে এল পৃথিবীর বুকে। তারপরই গ্রীক আর ট্রোজান সৈন্যের রণ-হুঙ্কারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে মিলিত হল অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা আর আহতের আর্তনাদ। দেখতে দেখতে চারিদিক রাঙা হয়ে উঠল রক্তস্রোতে।

ক্রমে সকাল গড়িয়ে এল দুপুর। দেবরাজ জিউস তখনও আইডা পর্বতের চূড়ায় বসে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিলেন। এইবার তিনি একটা তুলাদণ্ড নিয়ে তার একদিকে গ্রীকদের, অন্যদিকে ট্রোজানদের মৃত্যুর পরিমাণ বসিয়ে ওজন করতে লাগলেন। দেখা গেল গ্রীকদের পাল্লা অনেক নিচে ঝুলে পড়েছে। জিউস ঘন-ঘন বজ্রাঘাত করতে লাগলেন, যাতে সেই আলোকে গ্রীক আর ট্রোজানরা তাঁর তুলাদণ্ড দেখতে পায়। বলা বাহুল্য সে দৃশ্যে গ্রীক বাহিনীর মধ্যে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল।

বড় বড় গ্রীক যোদ্ধারাও জিউসের এই ইঙ্গিতে দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলেন। কেউ আর শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হতে চান না। কেবল বৃদ্ধ নেস্টর তখনও অবিচলিত রয়েছেন দেখা গেল। তাঁর রথের একটি ঘোড়া অবশ্য ইতিপূর্বে প্যারিসের তীরে নিহত হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লাফিয়ে পড়ে তলোয়ার নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করছিলেন। এমন সময় দেখা গেল সাক্ষাৎ কালান্তকের মত হেক্টর তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন।

নেস্টরের এই বিপদ লক্ষ্য করলেন ডায়োমেডিস। তিনি অডিসিউসকে ডেকে বৃদ্ধের বিপদের কথা চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু অডিসিউস সেদিকে লক্ষ্য না করে তাড়াতাড়ি কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। অগত্যা ডায়োমেডিসকে একাই এসে নেস্টরের পাশে দাঁড়াতে হল।

—আপনি বুড়ো মানুষ, তা ছাড়া আপনার রথের ঘোড়াও যেমন অপটু তেমনি সারথিটিও বিশেষ কাজের নয়,—ডায়োমেডিস ফিস-ফিস করে বললেন নেস্টরকে—আপনি তাড়াতাড়ি আমার রথে এসে রাশ ধরুন। এ রথের ঘোড়া হচ্ছে ঈনিয়াসের সেই বিখ্যাত যমজ ঘোড়া। এর সাহায্যে আমরাই আগে হেক্টরকে আক্রমণ করব।

নেস্টর তাড়াতাড়ি এসে ডায়োমেডিসের রথের রাশ হাতে নিলেন, তারপর বিদ্যুৎগতিতে রথ হাঁকিয়ে চলে এলেন হেক্টরের সামনাসামনি। অমনি ডায়োমেডিস প্রাণপণ শক্তিতে হেক্টরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন তাঁর বর্শা।

সৌভাগ্যক্রমে বর্শা হেক্টরের গায়ে লাগল না, কিন্তু সেটা গিয়ে বিঁধল তাঁর সারথির বুকে। প্রবল আর্তনাদ করে সারথি ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল।

এরপর ট্রোজানদের পক্ষে অবস্থাটা নেহাৎ সুবিধাজনক হবার কথা নয়, হলও না। কিন্তু ঠিক এই সময় জিউস ডায়োমেডিসের রথের সামনে এমন এক বজ্রাঘাত করলেন, যে অত তেজস্বী ঘোড়াদুটিও

তাতে ভয় পেয়ে পিছু হটে এল। থেটিসকে জিউস যে কথা দিয়েছিলেন তা তিনি ভোলেন নি।

—দেবরাজ জিউস স্বয়ং আমাদের বিপক্ষে নেমেছেন! আর এখন আমাদের লড়াই করে কোন লাভ নেই। চল আমরা তাড়াতাড়ি সরে পড়ি। নেস্টর ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন।

নেস্টর যে মিছে বলেন নি, ডায়োমেডিসেরও তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু তবু তাঁর মন যেতে চাইছিল না। এমন সময় হঠাৎ চলে গেলে, সবাই—বিশেষ করে হেক্টর মনে করবেন, তিনি বুঝি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন।

বাস্তবিক হলও তাই। ডায়োমেডিসের রথ পিছু ফিরতেই ঝাঁকে-ঝাঁকে বর্শা তাঁর দিকে এসে পড়তে লাগল, আর সবার ওপর শোনা গেল হেক্টরের গভীর বিদ্রূপবাণী—দেখ দেখ, গ্রীকদের সব সেরা যোদ্ধা কেমন মেয়েদের মত পালিয়ে যাচ্ছে!

ডায়োমেডিস তখনই ফিরে দাঁড়িয়ে এর সমুচিত উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আবার জিউস তাঁর রথের সামনে বার বার বজ্রাঘাত করে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। অগত্যা ডায়োমেডিসকে বিদ্রূপ হজম করেই চলে যেতে হল।

এইবার গ্রীক সৈন্যেরা প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। বিশেষত হেক্টরের সামনে কারো দাঁড়াবার সাধ্য রইল না।

গ্রীকদের তাড়া করে হেক্টর একেবারে জাহাজের কাছে নিয়ে এলেন। ট্রোজান সৈন্যেরা গ্রীক জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয় আর কি! ব্যাপার দেখে হীরা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন অ্যাগামেমননের কাছে। হীরার উপদেশে অ্যাগামেমনন গিয়ে তাড়াতাড়ি গ্রীক সৈন্যদের ডেকে সাহস দিতে লাগলেন। তাঁর কথায় খানিকটা কাজ হল; গ্রীকরা আবার ফিরে দাঁড়াল।

গ্রীকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় তীরন্দাজ হচ্ছেন টিউসার। অ্যাজাক্সের ঢালের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি ক্রমাগত একটির পর একটি ট্রোজান

যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করতে লাগলেন। অবশ্য তাঁর আসল লক্ষ্য ছিলেন হেক্টর, কিন্তু হেক্টরের দু'পাশে অনবরত তীর এসে পড়লেও তিনি অক্ষতই রয়ে গেলেন। তার পরেই হেক্টর একটা পাথর তুলে নিয়ে টিউসারের কাঁধের হাড় চুরমার করে দিলেন। তাঁর হাত থেকে ধনুক খসে পড়ল, গ্রীকরা তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ধরাধরি করে সরিয়ে নিয়ে গেল।

টিউসারের দুর্দশা দেখে দেবী অ্যাথিনি আর হীরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। গ্রীকদের সাহায্যের জন্য তাঁরা অলিম্পাস থেকে নেমে আসতে যাচ্ছেন, এমন সময় দেবরাজ তাঁদের সাবধান করে দিলেন,—তাঁর আদেশ যেন কেউ অমান্য না করে। মনে হল, অ্যাকিলিস ফিরে না আসা পর্যন্ত গ্রীকদের তিনি জয়ী হতে দেবেন না কিছুতেই। আর দুর্ধর্ষ হেক্টরও যেন আজ অজেয়!

কিন্তু একটু পরেই পৃথিবীর বুকে নেমে এল রাত্রি। বাধ্য হয়েই সেদিনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রাখতে হল। হেক্টর বললেন, আর খানিকটা সময় পেলে আজই আমি গ্রীকদের জাহাজ-শুদ্ধ ধ্বংস করে ফেলতে পারতাম! যাই হোক, কাল আর তাদের রক্ষা নেই।

তখন ঠিক হল, সে রাত্রে আর ট্রোজান সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে নগরে ঢুকবে না। জ্যানথাস নদীর ধারে বিরাট মাঠের মধ্যে হাজার হাজার অগ্নিকুণ্ড জেলে তারা ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগল। সেইখানেই তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল, আর সতর্ক দৃষ্টি রাখল গ্রীকরা যাতে জাহাজে পালিয়ে যেতে না পারে। এদিকে নগরের ছেলে-বুড়ো রাত জেগে নগর পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলে, আর মেয়েরা ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বসে রইল—কোনও দিক দিয়ে কোন গুপ্তচর যাতে নগরের ভিতর ঢুকতে না পারে।

## নয়

ট্রোজানরা যখন বিজয়গর্বে ভোরের অপেক্ষা করছিল, গ্রীক শিবিরে তখন ফুটে উঠেছিল বেশ একটা হতাশার ভাব। অ্যাগামেমনন গ্রীক সেনাপতিদের ডেকে আবার পরামর্শ করতে বসলেন। নেস্টর বললেন, অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে নামাতে না পারলে আমাদের আর জয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই। যে ভাবেই হোক সে চেষ্টা করতে হবে। অ্যাগামেমননও তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্য এখন তাঁর অনুশোচনাও হচ্ছিল খুব। তিনি বললেন, অ্যাকিলিস যদি ফিরে আসে তাহলে আমি এক্ষুনি ব্রাইসিসকে ফিরিয়ে দেব, আব সঙ্গে দেব আরও নানা উপহার। ট্রয় দখল করতে পারলে যে-সব জিনিস আমরা লুটে আনব তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা জিনিসটিও সে-ই পাবে। তা ছাড়া আমার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে আমার রাজত্বের খানিকটা যৌতুক দিতেও আমি রাজি আছি।

তখন ঠিক হল অ্যাগামেমননের প্রস্তাব নিয়ে অডিসিউস, অ্যাজাক্স এবং ফিনিক্স এই তিনজন বীর এখনই অ্যাকিলিসের কাছে চলে যাবেন।

অ্যাকিলিস তাঁর শিবিরের সামনে বসে এক মনে বীণা বাজাচ্ছিলেন, আর সামনে বসে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু পেট্রোক্লাস তাই শুনছিলেন। অডিসিউসরা পৌঁছতেই অ্যাকিলিস তাঁদের খুব আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন, নানা রকম জলযোগের ব্যবস্থা করতেও ত্রুটি করলেন না। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাঁদের আসা তার কোন ফল হল না। অ্যাকিলিসের রাগ তখনও পড়ে নি, তিনি অ্যাগামেমননের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। নিরাশ হয়ে বীর তিনজন ফিরে এলেন।

সেই রাত্রেই আবার গ্রীকদের পরামর্শ-সভা বসল। কারো চোখেই যেন আজ ঘুম নেই। প্রবীণ নেস্টর বললেন, আমাদের মধ্যে কি এমন কেউ সাহসী আছে যে আজ রাতে ছদ্মবেশে ট্রোজান শিবির ঘুরে আসতে পারে,—ট্রোজানরা কালকের যুদ্ধের জন্য কী পরিকল্পনা করছে লুকিয়ে থেকে তা জেনে আসতে পারে? যদি কেউ পারে তবে তাকে বলব বাহাদুর।

ডায়োমেডিস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি যেতে পারি, যদি একজন সঙ্গী পাই।

অনেকেই সঙ্গী হতে রাজি হলেন, শেষে ডায়োমেডিস বেছে নিলেন অডিসিউসকে। রাত্রির অন্ধকারে দুই সাহসী যোদ্ধা চুপি-চুপি রওনা হলেন শত্রু-শিবিরের দিকে।

এদিকে ট্রোজানরাও গ্রীকদের মতলব জানবার জন্য ডোলন নামে একজন গুপ্তচরকে পাঠিয়েছিল। কথা ছিল, কাজ হাসিল করতে পারলে অ্যাকিলিসের সুবিখ্যাত রথ আর ঘোড়াদু'টি দখল করে তাকে দেওয়া হবে। ডোলন কিন্তু চুপি-চুপি কাজ হাসিল করতে পারল না, পথের মধ্যে অডিসিউস আর ডায়োমেডিস তাকে ধরে ফেললেন। ডোলন ছিল অত্যন্ত কাপুরুষ, প্রাণরক্ষার বিনিময়ে সে ট্রোজানদের সমস্ত গোপন কথা ফাঁস করে দিল। তার কাছে আরও খবর পাওয়া গেল, থ্রেস দেশের রাজা রিসাস ট্রোজানদের সাহায্যের জন্য এসেছেন এবং ট্রোজান শিবির-শ্রেণীর একেবারে প্রান্তে শিবির ফেলে বিশ্রাম করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডোলন রক্ষা পেল না। সমস্ত গুপ্ত সংবাদ আদায় করে নিয়ে ডায়োমেডিস এক কোপে তার গলা কেটে ফেললেন।

তারপর তাঁরা দু'জনে চুপি-চুপি থ্রেসিয়ান শিবিরে গিয়ে হাজির হলেন। শিবিরে ঢুকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁরা ঘুমন্ত থ্রেসিয়ানদের হত্যা করতে লাগলেন একটির পর একটি। ঘুমের মধ্যে আচমকা আক্রান্ত হয়ে তারা বাধা দেবার কোন সুযোগই পেল না। রাজা

রক্তের ঢেউ খেলে গেল শিবিরে। স্বয়ং রিসাসও তাঁদের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। ঘুমন্ত রিসাসকে হত্যা করে ডায়োমেডিস আর অডিসিউস তাঁর দুধের মত সাদা বিখ্যাত ঘোড়াদুটি খুলে নিয়ে বিজয়-গর্বে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলেন।

অবশেষে রাত্রি প্রভাত হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রবল যুদ্ধ। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়, আহতদের চিৎকারে আবার রণভূমি কেঁপে উঠল।

গ্রীক সম্রাট অ্যাগামেমনন বড় বড় যোদ্ধাদের সঙ্গে একত্র যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু ট্রোজানদের পক্ষ নিয়ে তখন দেবতারাও নেমেছেন, অ্যাগামেমনন আহত হয়ে রণস্থল ত্যাগ করলেন।

এদিকে প্যারিসের তীরে গ্রীক দলের চিকিৎসক ম্যাকাওন নিজেই আহত হওয়ায় গ্রীকরা বিচলিত হয়ে পড়ল। তারপর অ্যাজাক্সও যখন লড়তে লড়তে হেক্টরের সামনে দাঁড়াতে না পেরে পিছু হঠে এলেন তখন গ্রীকরা প্রমাদ গণল।

গ্রীকদের হাহাকার-ধ্বনি অ্যাকিলিসের কানেও পৌঁছল। ব্যাপার কী জানবার জন্য তিনি পেট্রোক্লাসকে পাঠিয়ে দিলেন। পেট্রোক্লাস আসতেই বৃদ্ধ নেস্টর তাঁকে তীব্র তিরস্কার করে বললেন, তোমরা কি মজা দেখতে এসেছ? দলে দলে গ্রীক বীর স্বদেশের মান রাখবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, আর তোমাদের অভিমানই হল তার চেয়ে বড়? অ্যাকিলিস যদি নিতান্তই যুদ্ধে যোগ দিতে না চায় তাহলে তার বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র তোমাকে দিক, তুমি চলে এস যুদ্ধে। অ্যাকিলিসের বিখ্যাত বর্ম, ও দেখলেই ট্রোজানরা পালাবার পথ পাবে না।

পেট্রোক্লাস ফিরে গেলেন। ততক্ষণে ট্রোজানরা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গ্রীকদের পরিখা পার হয়ে তারা গ্রীকদের তৈরি প্রাচীরের ওপর এসে পড়েছে। গ্রীকরা প্রাচীরের ওপর উঠে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ওপর, কিন্তু তাতেও ট্রোজানদের রুখতে পারা যাচ্ছে না।

গ্রীক প্রাচীরের ফটকের কাছে একটা বিরাট পাথর পড়ে ছিল,—দু'জন শক্তিশালী লোকও সেটা নাড়াতে পারে না—এত ভারি। সহসা হেক্টর অবলীলাক্রমে সেই পাথরটি তুলে প্রচণ্ড বেগে ফটকের দরজার ওপর আঘাত করলেন, দরজা ভেঙে চৌচির হয়ে ছিটকে পড়ল। জলস্রোতের মত হেক্টর তাঁর দলবল নিয়ে গ্রীক সৈন্যব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চললেন।

ওদিকে অ্যাজাক্স তাঁদের প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আজ হেক্টর অজেয়।

ব্যাপার দেখে অ্যাগামেমনন হতাশ হয়ে পড়লেন। এমনকি এ সময় তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠে পালিয়ে যাওয়াই যে যুক্তিযুক্ত, সঙ্গীদের এ কথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। কিন্তু অডিসিউস আর ডায়োমেডিসের ঘোরতর প্রতিবাদে সে প্রস্তাব কাজে পরিণত করা সম্ভব হল না।

যুদ্ধ সমানে চলতে লাগল—ঘোরতর ভাবে। এমন ভীষণ যুদ্ধের কথা এ পর্যন্ত আর শোনা যায় নি। ইতিমধ্যে জলদেবতা পসিডন এসে গ্রীকদের সাহায্য করতে লাগলেন। হীরাও কৌশলে জিউসকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন—যাতে তিনি গ্রীকদের সাহায্যে কোন বাধা দিতে না পারেন। গ্রীকদের বেশ সুবিধা হল। অবশেষে অ্যাজাক্সের ছোঁড়া একটা বিরাট পাথরের ঘায়ে হেক্টর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ট্রোজানরা তাঁকে ধরাধরি করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিল।

দলপতির এই বিপদে ট্রোজানরা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল, আর গ্রীকরা হয়ে উঠেছিল তেমনি উল্লসিত। ট্রোজানরা এবার পিছু হঠতে লাগল, গ্রীকরা তাদের তাড়া করে নিয়ে চলল।

ইতিমধ্যে দেবরাজ জিউসের ঘুম ভেঙে গেছে। পসিডন গ্রীকদের সাহায্য করছেন দেখে তিনি তাঁকে খুব তিরস্কার করতে লাগলেন। পসিডন হচ্ছেন তাঁর ছোট ভাই। কাজেই বড় ভাইকে না ঘাঁটিয়ে

পসিডনকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে হল। তারপর জিউসের আদেশে অ্যাপোলো গিয়ে হেক্টরকে সুস্থ করে তুললেন। দশগুণ শক্তি নিয়ে ফিরে এসে হেক্টর নতুন উদ্যমে গ্রীকদের আক্রমণ করলেন। সে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য হল না গ্রীকদের। একটির পর একটি গ্রীক সৈন্য হেক্টরের হাতে ধরাশায়ী হতে লাগল।

অ্যাকিলিস তাঁর শিবিরে বসে যুদ্ধের কোলাহল শুনছিলেন, এমন সময়ে পেট্রোক্লাস উত্তেজিত ভাবে এসে হাজির হলেন, বললেন, তুমি যদি একান্তই নিজে যুদ্ধে যোগ না দাও তবে তোমার বর্ম আর অস্ত্র আমাকে দাও। গ্রীকদের এ বিপদ আমি চোখে দেখতে পারছি না!

পেট্রোক্লাসের কথা শেষ হতে না হতে অনতিদূরে ট্রোজানদের উন্মত্ত জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। অ্যাজাক্সও আর হেক্টরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। দলে দলে ট্রোজান সৈন্য গ্রীক-ব্যূহ ভেদ করে একেবারে জাহাজে উঠে পড়েছে। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল, এখনই জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা সমস্ত পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

অ্যাকিলিস আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না, কিন্তু তাঁর অভিমান তখনও দূর হয় নি। অবশেষে তিনি পেট্রোক্লাসকে তাঁর বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে দিতে রাজি হলেন; সেইসঙ্গে দিলেন তাঁর দেব-অশ্বচালিত রথ। পেট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের দুর্ধর্ষ মার্মিডন সৈন্যদলকে সঙ্গে নিয়ে আর ক্ষণমাত্র দেরি না করে ট্রোজানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পেট্রোক্লাসের গায়ে অ্যাকিলিসের বর্ম দেখে আর তাঁর রথে অ্যাকিলিসের সুবিখ্যাত ঘোড়া দেখে ট্রোজানরা মনে করল, তবে বোধহয় অ্যাকিলিসই এবার যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। তাদের সাহস কমে এল। তারপর যখন পেট্রোক্লাস সত্যি-সত্যি প্রচণ্ড বেগে তাদের আক্রমণ করলেন তখন তারা একটু একটু করে পিছু হঠতে

লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল গ্রীকরা ট্রোজানদের জাহাজ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। পেট্রোক্লাস সিংহের মত বিক্রমে একটির পর একটি ট্রোজানকে বধ করে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে এমন একটি ট্রোজানও নেই।

তখন সার্পিডন এসে বীরের মত পেট্রোক্লাসের সামনে দাঁড়ালেন। পরমুহূর্তে দু'জনেই লাফিয়ে পড়লেন রথ থেকে। পেট্রোক্লাস বর্শা ছুঁড়লেন, বর্শা সার্পিডনের কাঁধের পাশ দিয়ে তাঁর সারথিকে আঘাত করল। সার্পিডনও সঙ্গে সঙ্গে বর্শা নিক্ষেপ করে পেট্রোক্লাসের রথের একটি ঘোড়াকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলেন। তারপর তিনি আবার পেট্রোক্লাসকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পেট্রোক্লাস কিন্তু ভুল করলেন না। তাঁর পরের আঘাতেই সার্পিডনের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তখন সার্পিডনের দেহ নিয়ে দু'পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল। হেক্টর, ঈনিয়াস প্রভৃতি যোদ্ধারা এসে সার্পিডনের মৃতদেহ আগলে যুদ্ধ করতে লাগলেন। গ্রীকরাও চেষ্টা করতে লাগল সে দেহ কেড়ে নেবার। অবশেষে অ্যাপোলো এসে অলক্ষিতে মৃতদেহ সরিয়ে নিলেন।

ট্রোজানরা তখন আবার পিছু হটছে। ক্রমে পেট্রোক্লাস একেবারে ট্রয়ের প্রাচীরের ধারে এসে পড়লেন। আর একটু হলেই তিনি প্রাচীরের ওপর উঠে পড়েন আর কি! এমন সময় হেক্টর এসে প্রাণপণে তাঁকে রুখতে লাগলেন।

পেট্রোক্লাস একটা বিরাট পাথর তুলে নিয়ে প্রাণপণে হেক্টরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন; সে আঘাতে হেক্টরের রথের সারথির শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, হেক্টর অতি কষ্টে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালেন। তখন চলল হেক্টর আর পেট্রোক্লাসের মধ্যে তুমুল লড়াই।

এদিকে অ্যাপোলো দেব এসে কখন ট্রোজানদের দলে যোগ দিয়েছেন পেট্রোক্লাস জানতে পারেন নি। পেট্রোক্লাসের আক্রমণ

বার বার প্রতিহত করে দিয়ে গভীর কুয়াসা ছড়িয়ে অ্যাপোলো তাঁকে সাবধান করে দিলেন, কিন্তু রণোন্মত্ত পেট্রোক্লাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন অ্যাপোলো তাঁর মাথা থেকে হেলমেট আর দেহ থেকে বর্ম ফেলে দিলেন। কী হল ভাল করে বুঝতে না বুঝতে একজন ট্রোজান যোদ্ধা এসে তাঁকে বর্শার আঘাতে মাটিতে ফেলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে হেক্টর এসে অব্যর্থ সন্ধানে বর্শা দিয়ে তাঁকে গেঁথে ফেললেন। দেখতে দেখতে বীর পেট্রোক্লাসের জীবনদীপ নিভে গেল।

## দশ

পেট্রোক্লাসের পতনের পর তাঁর মৃতদেহের দখল নিয়ে আবার প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। মেনেলাস, অ্যাজাক্স প্রভৃতি গ্রীক বীরেরা প্রাণপণে সে দেহ রক্ষার জন্য যুঝতে লাগলেন, কিন্তু হেক্টরের হাত থেকে তা উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে হেক্টর পেট্রোক্লাসের দেহ থেকে অ্যাকিলিসের বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিলেন আর ট্রোজানরা সে দেহ টেনে নিয়ে চলল।

এদিকে পেট্রোক্লাসের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে অ্যাকিলিস নানা বিপদের আশঙ্কায় অধীর হয়ে উঠছিলেন, এমন সময় নেস্টরের পুত্র অ্যান্টিলোকাস এসে তাঁকে পেট্রোক্লাসের মৃত্যুসংবাদ দিলেন। প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদে অ্যাকিলিস শোকে পাগলের মত হয়ে গেলেন। তিনি দু'হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন, মুঠো-মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে মাথায় মাখতে লাগলেন, শেষে ছেলেমানুষের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

অ্যাকিলিসের বিলাপ শুনে তাঁর মা দেবী থেটিস আর স্থির থাকতে পারলেন না। সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে এসে শোকার্ত পুত্রকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বোঝালেন, গ্রীকরা অ্যাকিলিসকে যে অপমান করেছিল, এই ভাবেই তাদের সে দর্প চূর্ণ হয়েছে। অ্যাকিলিস ছাড়া যে গ্রীকদের চলতে পারে না, পেট্রোক্লাস মৃত্যুবরণ করে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু অ্যাকিলিস কিছুতেই শান্ত হতে চাইলেন না। যতক্ষণ না তিনি পেট্রোক্লাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারছেন ততক্ষণ তাঁর শান্তি নেই।

অ্যাকিলিসকে তখনই যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে উদ্যত দেখে থেটিস্ বললেন, তাহলে আজ রাতটা তুমি সবুর কর। তোমার বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র পেট্রোক্লাস নিয়ে গিয়েছিল, হেক্টর তা খুলে নিয়েছে। আজ রাতেই আমি তোমার জন্য নতুন বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করিয়ে দিচ্ছি, কাল সকালে তাই নিয়ে তুমি যুদ্ধে যেও।'

থেটিস চলে যেতেই হীরা অ্যাকিলিসকে খবর পাঠালেন, গ্রীকরা ট্রোজানদের হাত থেকে কিছুতেই পেট্রোক্লাসের দেহ ধরে রাখতে পারছে না। অ্যাকিলিস যুদ্ধে না নামুন, অন্তত যদি একবার দেখাও দেন তা হলেও হয়ত যুদ্ধের গতি ফিরে যেতে পারে।

এ কথা শুনে অ্যাকিলিস তখনই দৌড়ে গিয়ে পরিখার ধারে মাটির প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে গ্রীকদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। অ্যাকিলিসকে দেখে গ্রীকদের মনে যেন নতুন চেতনা দেখা দিল, তারা পেট্রোক্লাসের দেহ ট্রোজানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল গ্রীক শিবিরে।

সে রাত্রে অলিম্পাস পর্বতে হেফিস্টাস দেবের চোখে আর ঘুম নেই। হাতুড়ির ঠক-ঠক আর হাপরের ভস-ভস শব্দের মধ্যে তিনি কাজ করে চলেছেন। হেফিস্টাস হচ্ছেন দেবতাদের কারিগর। থেটিস তাঁরই ওপর দিয়েছিলেন অ্যাকিলিসের বর্ম আর অস্ত্র তৈরি করার ভার।

রাত্রিশেষে থেটিস অ্যাকিলিসকে সেই দেবনির্মিত বর্ম, স্বর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ আর অভেদ্য ঢাল দিয়ে গেলেন।

একটু পরেই অ্যাকিলিস সেই দেববেশে সজ্জিত হয়ে গ্রীক শিবিরের কাছে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন। অ্যাকিলিসের সেই পরিচিত স্বরে গ্রীকদের যে যেখানে ছিল সোল্লাসে ছুটে এল। আহত অ্যাগামেমননও দৌড়ে এলেন এবং অত্যন্ত সলজ্জভাবে নিজের দোষ স্বীকার করে অ্যাকিলিসকে নানা উপহার দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

অ্যাকিলিসও নিজের ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'এখন ওসব ভুলে যান। উপহারের জন্যও ব্যস্ত হতে হবে না। যুদ্ধ—যুদ্ধ—এখন যুদ্ধ ছাড়া আমার মনে আর কোন চিন্তা নেই। এখনই আমি ট্রোজানদের আক্রমণ করতে চাই।

তারপর শুরু হল এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। দাবানল যেমন বনজঙ্গল ছারখার করতে করতে ভীম বেগে এগিয়ে চলে, অ্যাকিলিসও তেমনি ট্রোজান বাহিনী ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে চললেন ট্রয়ের দিকে।

প্রথম বাধা পেলেন তিনি ঈনিয়াসের কাছে। অ্যাকিলিসের রুদ্র মূর্তির কাছে যখন কেউ অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছে না তখন ঈনিয়াস এসে তাঁর পথরোধ করলেন; বর্শা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে তিনি ছুঁড়ে মারলেন অ্যাকিলিসের দিকে। কিন্তু অ্যাকিলিসের দুর্ভেদ্য ঢালে তা ঠিকরে পড়ে গেল। তখন অ্যাকিলিস উল্টে তাঁর দিকে বর্শা ছুঁড়লেন, ঈনিয়াস এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করলেন। এর পর তিনি একখণ্ড পাথর নিয়ে অ্যাকিলিসকে মারতে যাবেন, কিন্তু তার আগেই অ্যাকিলিস তলোয়ার নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পসিডন দেব এসে অলক্ষিতে মায়াজাল ছড়িয়ে ঈনিয়াসকে সরিয়ে না নিয়ে গেলে তাঁর আর রক্ষা ছিল না।

ঈনিয়াসকে দেখতে না পেয়ে অ্যাকিলিসের রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি তখন সামনে যে ট্রোজান যোদ্ধাকে পেলেন তাকেই হত্যা করতে লাগলেন। সামনেই স্ক্যামাণ্ডার নদী। মৃত ট্রোজানদের

রক্তে নদীর জল লাল হয়ে উঠল, অবিরাম মৃতদেহ পড়ে পড়ে বন্ধ হয়ে গেল নদীর স্রোত। তখন নদীও অ্যাকিলিসকে শিক্ষা দেবার জন্য ক্ষেপে উঠল। নদীতে বান ডাকল। অ্যাকিলিস একটা এলম্ গাছ উপড়ে বাঁধ দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চোখের পলকে নদী তা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তখন অ্যাকিলিস প্রাণভয়ে দৌড়তে লাগলেন, কিন্তু নদী তাঁকে তাড়া করে ধরে ফেলল এবং ভাসিয়ে নিয়ে চলল। শেষে দেবী অ্যাথিনির কৃপায় অ্যাকিলিস রক্ষা পেলেন। হেফিস্টাস দেব এসে আগুন দিয়ে জল শুকিয়ে তাঁকে সে-যাত্রা উদ্ধার করলেন।

অ্যাকিলিস আবার উন্মত্তের মত লড়াই শুরু করলেন। ট্রোজান সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল; অ্যাকিলিস তাদের তাড়া করে নগর-প্রাচীরের পাশে নিয়ে গেলেন।

সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু ট্রোজানদের মধ্যে একটি মাত্র লোক নির্ভীকভাবে অ্যাকিলিসের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি আর কেউ নন—হেক্টর।

ট্রোজানদের মধ্যে পলিডেমাস ছিলেন খুব প্রবীণ এবং বিজ্ঞ লোক। অ্যাকিলিসের সেই মূর্তি দেখে তিনিও হেক্টরকে নগরের ভিতর চলে আসবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগলেন। বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম আর রানী হেকিউবাও তাঁকে চলে আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু হেক্টর অটল। আজ অ্যাকিলিসের সঙ্গে সামনা-সামনি তাঁর বোঝাপড়া হবে—হয় তিনি মরবেন, নয় অ্যাকিলিসকে তাঁর হাতে মরতে হবে।

এক হাতে চকচকে ঢাল, অপর হাতে দীর্ঘ বর্শা,—হেক্টর প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখতে দেখতে অ্যাকিলিস তাঁর সামনে এসে পড়লেন।

দুই বীর ক্ষণেকের জন্য সামনা-সামনি দাঁড়ালেন। দু'জনেরই চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঢালের ওপর পড়ন্ত রোদ পড়ে মনে হচ্ছে সেগুলিও যেন জ্বলছে।

হেক্টর আর দেরি করলেন না। ভীমবেগে বর্শা তুলে অ্যাকিলিসকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু দেবতার নিজের হাতে গড়া অ্যাকিলিসের ঢাল—হেক্টরের বর্শা সে ঢাল ভেদ করতে পারল না. প্রতিহত হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল। হেক্টর আর-একটা বর্শার জন্য ইতস্তত তাকাতে লাগলেন, কিন্তু আশেপাশে কেউ নেই.—তাঁকে সাহায্যের জন্য কেউই এগিয়ে এল না সাহস করে। তখন মরিয়া হয়ে তিনি তলোয়ার নিয়ে অ্যাকিলিসকে আক্রমণ করলেন। এদিকে অ্যাকিলিসও চুপ করে ছিলেন না, দুর্ভেদ্য ঢালের আড়ালে থেকে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলেন। হাতে তাঁর অ্যাশ কাঠের তৈরি বিরাট বর্শা, তার ক্ষুরধার ইস্পাতের ফলা আগুনের মত ঝকঝক করছে। প্রাণপণ শক্তিতে তিনি সে বর্শা ছুঁড়ে মারলেন হেক্টরের দিকে। অব্যর্থ তাঁর সন্ধান। বর্শা গিয়ে সোজা হেক্টরের বর্ম ভেদ করে তাঁর কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মহাবীর হেক্টর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, তারপর ধীরে ধীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সেদিনকার যুদ্ধ সেইখানেই শেষ হল। ট্রোজানদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে হেক্টরের দেহ আটকে রাখবার জন্য অ্যাকিলিসের সম্মুখীন হয়। অ্যাকিলিস মৃতদেহের পায়ে তাঁর বর্শা বিঁধিয়ে দিয়ে প্রবল বেগে রথ ছুটিয়ে দিলেন। হেক্টরের দেহ ধুলোয় লুটোতে লুটোতে চলল রথের সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত ট্রয় হাহাকার করে উঠল।

দীর্ঘ বারো দিন ধরে হেক্টরের দেহ সৎকার না হয়ে পড়ে রইল। প্রত্যহ অ্যাকিলিস সে দেহ রথের পেছনে বেঁধে পেট্রোক্লাসের সমাধির চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন, তার পর একটা খোলা জায়গায় অরক্ষিত ভাবে ফেলে রাখলেন।

শেষে রাজা প্রায়াম আর থাকতে পারলেন না, প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে তিনি অ্যাকিলিসের শিবিরে গিয়ে হাজির হলেন, তারপর অ্যাকিলিসের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কাতর ভাবে সে-সবের বিনিময়ে

প্রিয়তম পুত্রের মৃতদেহ ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন।

পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের করুণ আবেদনে অ্যাকিলিসের পাষাণ হৃদয়ও টলল, তিনি শেষ পর্যন্ত হেক্টরের দেহ সৎকারের জন্য ফিরিয়ে দিলেন।

তারপর ট্রোজানরা এক বিরাট চিতা তৈরি করে তাদের প্রিয় বীরকে পরম যত্নে তার ওপর শুইয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। দেখতে দেখতে মহাবীর হেক্টরের নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ট্রোজানরা সেই চিতাভস্মের ওপর এক বিরাট স্তূপ বানিয়ে দিল।

হেক্টরের মৃত্যুতেও কিন্তু ট্রয়-যুদ্ধের শেষ হল না। এবং অ্যাকিলিসের দিনও ফুরিয়ে এসেছিল। যেখানটায় তিনি হেক্টরকে বধ করেছিলেন ঠিক সেইখানেই একদিন প্যারিসের তীরে বিদ্ধ হয়ে তিনি প্রাণ হারালেন। অ্যাকিলিসের জন্মের পর তাঁর মা তাঁকে স্টিক্স নদীর জলে ডুবিয়ে নিয়েছিলেন। এই নদীতে শরীর ডোবালে তা বজ্রের মত কঠিন হয়—কোন অস্ত্র তা ভেদ করতে পারে না। কিন্তু থেটিস অ্যাকিলিসকে জলে নামাবার সময় তাঁর ডান পায়ের গোড়ালিটা ধরে থাকায় সে অংশটুকু আর ভেজে নি। তীর এসে সেইখানেই বিঁধে এই অঘটন ঘটাল।

কিন্তু প্যারিসেরও আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। একদিন গভীর রাত্রে অতর্কিতে এক বিষ-মাখানো তীর এসে তাঁর গায়ে বিঁধল। প্যারিস তা থেকে রক্ষা পেলেন না।

এর পর হঠাৎ একদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। গ্রীকরা যেন যুদ্ধ-জয় অসম্ভব বুঝে তাদের শিবির-টিবির পুড়িয়ে দিয়ে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ভাসল। ট্রয়ের বাইরে শত্রুর আর কোন চিহ্নই রইল না, শুধু দেখা গেল, একটা বিরাট কাঠের ঘোড়া পড়ে আছে। অবরোধ-মুক্ত ট্রয়বাসীরা সেটিকে বিজয়চিহ্ন স্বরূপ

নগরের মধ্যে নিয়ে এসে মহাসমারোহে শুরু করে দিল উৎসব আর ভোজ।

কিন্তু আসলে ঐ কাঠের ঘোড়াটি সাধারণ ঘোড়া নয়, ওর ভিতরে লুকিয়ে ছিল একদল সাহসী গ্রীক যোদ্ধা। গভীর রাত্রে ট্রোজানরা সারাদিন উৎসবে কাটিয়ে সবে শুয়ে পড়েছে, এমন সময় সেই গ্রীক বীরেরা ঘোড়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে চুপি-চুপি নগরের প্রধান ফটক খুলে দিল।

গ্রীক জাহাজগুলিও বেশি দূরে যায় নি, দেশে যাবার ভান করে তারা অদূরেই একটা দ্বীপে অপেক্ষা করছিল। রাত্রির অন্ধকারে তারা আবার ফিরে এল, তারপর দলে দলে গ্রীক সৈন্য নেমে এসে অতি সহজেই উন্মুক্ত ফটক দিয়ে অরক্ষিত নগরের মধ্যে ঢুকে পড়ল; তাদের বাধা দেবার কেউ ছিল না।

এর পর যে ভয়াবহ কাণ্ড শুরু হল তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। বন্যার মত গ্রীক সৈন্যেরা সমস্ত নগর ছেয়ে ফেলল। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল; ঘরে ঘরে ঢুকে তারা আগুন লাগাতে শুরু করল, আর সেইসঙ্গে চলল হত্যার তাণ্ডব লীলা। ঘুমন্ত ট্রয়বাসীরা কিছু বোঝবার, তৈরি হবার আগেই গ্রীকদের শাণিত অস্ত্রের ঘায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। সমস্ত ট্রয় জুড়ে রক্তের বান ডাকল, দেখতে দেখতে ঘরবাড়ি সব জ্বলে ছাই হয়ে গেল। হাস্যময়ী ট্রয় পরিণত হল এক মহা শ্মশানে।

ট্রয়ের পতন হল, হেলেন কিন্তু তখনও বেঁচে রইলেন। মেনেলাস তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। যাঁর জন্য এত বড় কাণ্ড, তিনি আবার মেনেলাসের রানী হয়ে সুখে শান্তিতে ঘরকান্না করতে লাগলেন।

—শেষ—